CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-220 ■ 12 May, 2026 ■ আগরতলা ১২ মে, ২০২৬ ইং ■ ২৮ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমনাথ ভারতের অবিনাশী চেতনার প্রতীক ঃ প্রধানমন্ত্রী

সোমনাথ, ১১ মে (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার গুজরাটের প্রভাস পাটণে অনুষ্ঠিত 'সোমনাথ অমৃত মহোৎসব'-এ যোগ দিয়ে সোমনাথ মন্দির-কে ভারতের "অবিনাশী চেতনা" এবং "সভ্যতার আত্মসচেতনতার" প্রতীক বলে উল্লেখ করলেন।

সোমনাথ মন্দিরে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধ্বংস ও আক্রমণের মুখেও এই মন্দির বারবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যা ভারতের অদম্য শক্তির প্রতীক।

বক্তব্যের শুরুতে "জয় সোমনাথ" এবং "হর হর মহাদেব" ধ্বনি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ প্রভাস পাটণের পরিবেশ এক বিশেষ উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে।

তিনি আরও বলেন, মহাদেবের এই ঐশ্বরিক উপস্থিতি, চারদিকে সৌন্দর্যের আবহ, আকাশ ও মাটি থেকে ফুলের বর্ষণ, গেরুয়া পতাকার দীপ্তি, শিল্প-সংগীত-নৃত্যের অপূর্ব পরিবেশনা, বেদমন্ত্রের ধ্বনি, গর্ভগৃহে নিরন্তর শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্রোচ্চারণ এবং সমুদ্রের গর্জন সব মিলিয়ে যেন সমগ্র সৃষ্টি একসঙ্গে উচ্চারণ করছে, 'জয় সোমনাথ! জয়-জয় সোমনাথ!'

প্রধানমন্ত্রী জানান, পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দিরে মহাদেবের প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে, যা "সহস্র বছরের অমর যাত্রার" প্রতিফলন।

তিনি বলেন, দাদা সোমনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে আমি বহুবার এখানে এসেছি এবং অসংখ্যবার প্রণাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকা আত্মসাৎ

নগর পঞ্চায়েতের সামনে ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১১ মে ।। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে নগর পঞ্চায়েতের মূল ফটকের সামনে ধর্নায় বসলেন গৌতম বকশী চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, গৌতম বকশী চৌধুরীর বাড়ি সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায়। তাঁর অভিযোগ, একই এলাকার রেজ্জাক মিয়া নামে এক ব্যক্তির কাছে তাঁর প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। ওই টাকা উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য তিনি সামাজিক বিচারের মাধ্যমে নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারপারসনের সহযোগিতা চেয়েছিলেন।

গৌতমবাবুর দাবি, টাকা উদ্ধার করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সেই টাকা তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়নি। বরং নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারপারসন ওই টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিআইএম পলিটব্যুরোর বৈঠকে কেরল পরাজয়কে 'গুরুতর ধাক্কা' উল্লেখ

নয়াদিল্লি, ১১ মে: সিপিআই(এম) ।। পলিটব্যুরোর দু'দিনের বৈঠক শেষে সোমবার প্রকাশিত বিবৃতিতে কেরলে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (এলডিএফ) পরাজয়কে "গুরুতর ধাক্কা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে দল জানিয়েছে, এই পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখতে গভীর পর্যালোচনা চালানো হবে। ১০ ও ১১ মে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত পলিটব্যুরো বৈঠকে অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, টানা দশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর কেরলে এলডিএফের পরাজয় এবং প্রথমবার বিজেপির তিনটি আসনে জয় "গুরুতর হুমকি" তৈরি করেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ ও অপপ্রচার চালানোর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতি "নরম মনোভাব" দেখানোর অভিযোগও তোলে সিপিআই(এম)। দলের মতে, এর ফলেই কেরলে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে পরাজয়ের পরেও এলডিএফ ৩৭.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে উল্লেখ করে পলিটব্যুরো জানিয়েছে, মানুষের মধ্যে এখনও বামপন্থীদের সমর্থন রয়েছে। কেরলের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষায় এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দল সামনের সারিতে থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।

দল জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও গভীর বিশ্লেষণ করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় দলের সদস্য, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের মতামতও গুরুত্ব পাবে। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সাংগঠনিক পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে পলিটব্যুরো দাবি করেছে, বিজেপির জয় "সাম্প্রদায়িক, বিভাজনমূলক এবং ঘৃণার রাজনীতি", বিপুল অর্থব্যয় এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এবং এসআইআর প্রক্রিয়ারও অপব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জনবিরোধী মনোভাব ও দুর্নীতির সুযোগও বিজেপি কাজে লাগিয়েছে। পাশাপাশি অসমে বিজেপির বাড়তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং পুদুচেরিতে এনআর কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের জয়কে "হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তামিলনাড়ু প্রসঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৌরশক্তিতে বদলে যাচ্ছে ত্রিপুরা ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্যে সৌর শক্তি ব্যবহারে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তর এবং ট্রেডা এর যৌথ উদ্যোগে পি এম কুসুম প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যেই ৮,৩৬৪টি সৌরচালিত পাম্প স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ২,৫৩১টি পাম্প স্থাপনের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৮,৩৬৪ জন কৃষক সরাসরি উপকৃত হয়েছেন, এবং শীঘ্রই আরও ২,৫৩১ জন কৃষক নতুনভাবে সুবিধা পাবেন। রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ সাতডুবিয়া গ্রামে পি.এম কুসুম প্রকল্পের আওতায় সৌরশক্তি চালিত কৃষি সেচ ব্যবস্থা সরজমিনে পরিদর্শন করে পাশাপাশি সৌরশক্তি চালিত প্রাণবন্ত মোহনপুর চা বাগান গ্রামও ঘুরে দেখে।

মন্ত্রী বলেন, সৌর শক্তিচালিত সেচ ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ কৃষকরা আজ সত্যিই খুশি। তারা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও সেচ সুবিধা পাচ্ছেন, যা কৃষি উৎপাদনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

তিনি আরও জানান, পি এম কুসুম প্রকল্পে প্রতি ইউনিট পাম্পের মোট খরচ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে কৃষকরা মাত্র ১৫,০০০ টাকা প্রদান করেন, বাকি অর্থ সম্পূর্ণভাবে সরকার বহন করে।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন এ পর্যন্ত ৮,৩৬৪টি পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিকে ভুললে চলবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। সারা দেশের সঙ্গে আজ রাজ্যেও উদযাপিত হয় "সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব"। আগরতলা শহরের সেন্ট্রাল রোডস্থিত শিববাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী।

রাজ্যভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী শিববাড়িতে ভগবান মহাদেবের জলাভিষেক করেন এবং পূজা দেন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, সাহস ও ভক্তির পুনঃজাগরণের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয়দের মনে নিজ নিজ ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার স্ফূরণ ঘটানোর লক্ষ্যে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ১০২৬ সালে অর্থাৎ ১০০০ বছর পূর্বে গজনীর শাসক সুলতান মাহমুদ প্রথম সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছিলেন। এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে ১১ জানুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে এই ঐতিহাসিক বছরটি পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বর্তমান যুব সমাজকে নিজেদের ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করা। যাতে দেশের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। তিনি আরও বলেন, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ শ্রদ্ধালু গুজরাটের ভেরাবলে আরব সাগর তীরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল-বিদ্যুতের দাবিতে চাকমাঘাটে জাতীয় সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ মে ।। পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চাকমাঘাট পূর্ব বাজার এলাকা। অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। দীর্ঘ প্রায় দু' থেকে তিন ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কের দু'পাশে শতাধিক যানবাহন আটকে পড়ে এবং চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ যাত্রীরা। উল্লেখ্য, চাকমাঘাট এলাকা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা কৃষ্ণপুরের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মার নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্গত।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম হরিপদ সরকার, ড্রিংকিং ওয়াটার অ্যান্ড সেনিটেশন ডিপার্টমেন্ট-এর আধিকারিকরা এবং ত্রিপুরা পুলিশের তেলিয়ামুড়া ও মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

তবে অবরোধ ঘিরে নতুন বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তেলিয়ামুড়ার বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। অভিযোগের তির সত্যব্রত দাসের বিরুদ্ধে। সাংবাদিকদের দাবি, শুধু মৌখিক হুমকিই নয়, সংবাদ সংগ্রহের কাজেও বাধা দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় স্থানীয় যুবক সুব্রত দাস আক্রান্ত হয়েছেন বলেও জানা গেছে। পরবর্তীতে সাংবাদিক হিরন্ময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ মে ।। সোমবার বিকেলের শান্ত পরিবেশ মুহূর্তেই বিষাদে পরিণত হয় ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের চন্ডিপুর এলাকার ভৈরবথলিতে। এক ভয়াবহ টুকটুক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন বিকেলে একটি যাত্রীবোঝাই দ্রুতগামী টুকটুক আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপর সেটি রাস্তা থেকে ছিটকে পাশের ধানক্ষেতে উল্টে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় টুকটুকটিতে যাত্রী হিসেবে ছিলেন ধনঞ্জয় শব্দকর।

দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসহর থানায় ও দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ও দমকল কর্মীরা দ্রুত পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় ধনঞ্জয় বাবুকে উদ্ধার করে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির নাম ধনঞ্জয় শব্দকর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কার্যকর হবে বিএনএস, বাড়বে চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা

পাঁচ সতীর্থকে নিয়ে শুভেন্দুর প্রথম মন্ত্রিসভায় একাধিক সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১১ মে ।। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই ছক্কা হাঁকালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাঁচ সতীর্থকে সাথে নিয়ে আজ তাঁর মন্ত্রিসভা একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার নবান্নে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক প্রকল্প, সীমান্ত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং চাকরির ক্ষেত্রে একাধিক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) কার্যকর করার ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন অত্যন্ত অবৈধভাবে আইপিসি ও সিআরপিসি চালু ছিল। আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনএস ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হল।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, পূর্ববর্তী সরকারের চালু থাকা কোনও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ করা হবে না। তবে মৃত ব্যক্তি বা অবৈধভাবে বসবাসকারী কেউ যাতে এই প্রকল্পগুলির সুবিধা না পান, তা নিশ্চিত করা হবে বলে তিনি জানান।

সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীমান্তে কাঁটাতার নির্মাণের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী "কালো শ্রমকোড" কার্যকর করার পথে এগোচ্ছে বলে তীব্র অভিযোগ তুলল প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার এক বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র দাবি করে, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হতেই কেন্দ্র সরকার ৮ মে ২০২৬ থেকে শ্রমকোডের কেন্দ্রীয় বিধি কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছে, যা দেশের শ্রমিক, কৃষিজীবী ও কর্মপ্রার্থীদের অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত।

তাঁর দাবি, ২০১৯-২০ সালে সংসদে শ্রমকোড বিল পাশ হওয়ার পর ২০২৫ সালের ২১ ডিসেম্বর আইন হিসেবে ঘোষণা করা হলেও বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কারণে এতদিন তার খসড়া বিধি প্রকাশ করা হয়নি। নির্বাচন শেষ হওয়ার পরই কেন্দ্র সরকার সেই বিধি প্রকাশ করেছে।

প্রবীর চক্রবর্তীর অভিযোগ, নতুন শ্রমকোডে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২১ হাজার টাকার পরিবর্তে মাত্র ৪ হাজার ৬২৮ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ৩০০ জনের কম শ্রমিক কর্মরত এমন প্রতিষ্ঠানে সহজেই শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস এবং নিরাপত্তাজনিত ক্ষতিপূরণ নিয়োগকর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১১ নম্বর ধারার মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলন দমনের ব্যবস্থাও শ্রমকোডে যুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

তিনি বলেন, বিজেপি সরকার কার্যত দেশের এক শতাংশ ধনী মানুষের স্বার্থরক্ষায় কাজ করছে এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে সরকারি খয়রাতির উপর নির্ভরশীল করে রাখার পরিকল্পনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক মাস বিদ্যুৎহীন কালাপাড়া, ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ মে ।। দীর্ঘ এক মাস ধরে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন শান্তিরবাজার মহকুমার কালাপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা। বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে, বন্ধ হয়ে পড়েছে স্কুলের মিড-ডে মিল পরিষেবাও। পরিস্থিতির জন্য বকাফা বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রেললাইনের মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া এলটি বিদ্যুৎ লাইন প্রায় এক মাস ধরে বিকল হয়ে রয়েছে। বহুবার লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে সমস্যার সমাধানে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর ফলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলের পাম্প সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। ফলে পাঁচ শতাধিক মানুষের গ্রামে তীব্র জলসংকট দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি স্কুলে রান্নার ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় মিড-ডে মিল পরিষেবাও বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ। এতে পড়ুয়াদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের দাবি, অসহনীয় গরমের মধ্যে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। একপ্রকার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে গোটা কালাপাড়া গ্রাম। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঠ্য বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে রাহু-কেতুর ছবি তুলে নেওয়ার দাবি এসএফআই-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে ।। রাজ্যের সপ্তম শ্রেণির গণিত পাঠ্যবইয়ের প্রচ্ছদে 'রাহু-কেতু'র কাল্পনিক ছবি ব্যবহার এবং অবৈজ্ঞানিক চিত্র তুলে ধরার অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই)। সোমবার এসএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এসসিইআরটি-র অধিকর্তার নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সংগঠনের অভিযোগ, গণিতের মতো বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের পাঠ্যবইয়ের প্রচ্ছদে পৌরাণিক ও কাল্পনিক রাহু-কেতুর ছবি ব্যবহার করে অবৈজ্ঞানিক বার্তা দেওয়া হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। এসএফআই-এর মতে, শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার পরিবর্তে এ ধরনের প্রচ্ছদ কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ডেপুটেশনের মাধ্যমে সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সপ্তম শ্রেণির গণিত বইয়ের ওই প্রচ্ছদ প্রত্যাহার করে নতুন প্রচ্ছদসহ সংশোধিত বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

এসএফআই নেতৃত্বের বক্তব্য, শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী ধারায় পরিচালিত করতে হলে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনায় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। তাই দ্রুত এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এসসিইআরটি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা, ১২ মে, ২০২৬ ইং
২৮ বৈশাখ, মঙ্গলার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

যুদ্ধ-সঙ্কটে আর্জি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বান বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক স্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হইলে তাহার সরাসরি প্রভাব পড়ে জ্বালানি তেলের বাজারে। ভারত যেহেতু তার প্রয়োজনীয় জ্বালানির বড় অংশই আমদানি করে, তাই সরবরাহ বিঘ্নিত হইলে দেশের অর্থনীতিতে বড়সড় টান পড়িতে পারে।প্রধানমন্ত্রীর এই আর্জির পেছনে মূল কারণগুলো হইলো,আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়িলে ভারতের আমদানির খরচ বহুগুণ বাড়িয়া যায়। এর ফলে দেশের "ট্রেড ডেফিসিট" বা বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। নাগরিকরা জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হইলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সম্ভব।পেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়িলে পরিবহণ খরচ বাড়িয়া যায়, যাহার সরাসরি প্রভাব পড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যেমন সবজি, চাল, ডাল দামের ওপর। জ্বালানি ব্যবহারে সংযম পরোক্ষভাবে বাজারে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সাহায্য করে।যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অনেক সময় সরবরাহ শৃঙ্খল ভাঙিয়া পড়ে। এই সঙ্কটের সময় দেশের মজুত জ্বালানি যাতে দীর্ঘসময় ব্যবহার করা যায়, সেজন্যই এই আগাম সতর্কবার্তা।ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে বাস, ট্রেন বা মেট্রো ব্যবহার করা।অফিসের সহকর্মী বা বন্ধুদের সাথে একই গাড়ি শেয়ার করা। সুযোগ থাকলে বৈদ্যুতিক যান বা সৌরশক্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়া। ট্রাফিক সিগন্যালে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ রাখা। প্রধানমন্ত্রীর এই আর্জি কেবল ব্যক্তিগত সাশ্রয় নয়, বরং কঠিন সময়ে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার এক সম্মিলিত লড়াইয়ের ডাক।

পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বার দেশবাসীকে সংযমী হইতে বলিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পণ্যগুলির ক্ষেত্রে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশে পেট্রোপণ্যের চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানি করিতে হয় অন্য দেশ থেকে। এই ধরনের আমদানিকৃত পণ্যের অপচয় না-করিবার জন্য দেশবাসীর কাছে আর্জি জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এতে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া সঙ্কটময় পরিস্থিতির বিরূপ প্রভাব আটকাতেও সুবিধা হইবে দেশের।রবিবার হায়দরাবাদে এক সরকারি কর্মসূচিতে বক্তৃতা করিয়িছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বক্তৃতামঞ্চ থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে তেলঙ্গানায় প্রায় ৯,৪০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি। কংগ্রেসশাসিত তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিও ছিলেন ওই মঞ্চে। সেখানে বক্তৃতার সময়েই পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা এবং পেট্রোপণ্যের প্রসঙ্গ তুলিয়া ধরেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বর্তমান সময়ে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস এ সব জিনিস অত্যন্ত সংযমী হয়ে ব্যবহার করিতে হইবে। যে সব জ্বালানি পণ্য আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি, সেই গুলি যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এতে বিদেশি মুদ্রারও সাশ্রয় হইবে এবং যুদ্ধের সঙ্কটের বিরূপ প্রভাবকেও কমানো যাইবে।পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, বিশেষ করিয়া হরমুজ প্রণালীতে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ার ফলে গোটা বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহের উপর প্রভাব পড়িয়াছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজে অস্থিরতার সাময়িক প্রভাব পডড়িয়াছিল ভারতেও। তবে তাহা ইতিমধ্যে অনেকটা সামাল দেওয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।অচিরাচরিত শক্তির দিক থেকেও ভারত যে অগ্রগতি করিতেছে, সে কথাও তুলিয়া ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, গত কয়েক বছরে সৌরশক্তির দিক থেকে ভারত বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। পেট্রল এবং ইথানলের মিশ্রণে তৈরি জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে ভারতে উল্লেখযোগ্য সারা মিলিতেছে, তাহাও স্মরণ করাইয়া দেন মোদী। একই সঙ্গে রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রেও এলপিজি-র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না থাকিয়া পাইপলাইনের মাধ্যমেও গ্যাস সরবরাহ
হইতেছে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই সব উদ্যোগের ফলেই বর্তমান বিশ্বের জ্বালানি অস্থিরতাকে সফল ভাবে মোকাবিলা করিতে পারিতেছে ভারত।

বিলোনীয়া বনকর মোহননগিরী আশ্রমে সোমনাথ স্বভিমান পর্ব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ মে: সোমনাথ স্বভিমান পর্ব এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সোমবার বিলোনীয়া বনকর মোহননগিরী আশ্রমে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়। সোমবার সকালবেলা মোহনগিরী শিব মন্দির আশ্রম প্রাঙ্গনে চন্ডি পাঠ থেকে শুরু করে পূজাঅর্চনা,আরো না না ধরনের কর্মযোগ্য অনুষ্ঠিত হয় মোহন গিরী শিব মন্দির আশ্রম প্রাঙ্গণে।

সোমনাথ মন্দিরের পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আজকের কর্মযোগ্য।পাশাপাশি এদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সোমনাথ মন্দিরে পূজা দেবেন সোমনাথ মন্দিরের পঁচাত্তর বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পূজাঅর্চনা ও সম্প্রচার করা হয়।তথ্য দরের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলা জেলা প্রশাসন,বিলোনিয়া পুরপরিষদের সহযোগিতা আজকের কর্মসূচি। সোমনাথ স্বভিমান পর্ব জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিন জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি,পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ সহ ভক্তবৃন্দগন।

পানীয় জলের দাবিতে বনদুয়ারে রাস্তা অবরোধ

আগরতলা, ১১ মে: দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের দাবিতে ফের রাস্তা অবরোধে সামিল হলেন গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার বনদুয়ার ছাত্রইফাং এলাকার প্রমিলা বাহিনীর সদস্যরা। সোমবার সকালে এলাকার মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। ফলে বাধ্য হয়েই এদিন রাস্তায় নামতে হয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। বিশেষ করে গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যে জলসংকট চরম আকার ধারণ করায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে এলাকাবাসীর মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান উদয়পুর ডিডাব্লিউএস দপ্তরের এসডিও শান্তনু কুমার দাস। তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিবাচক আশ্বাস পাওয়ার পর অবশেষে অবরোধ তুলে নেন প্রমিলা বাহিনীর সদস্যরা।

মেধাবী ছাত্রীর পাশে দাঁড়ালেন এলাকার সমাজসেবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১১ মে: কাঁঠালিয়ার মেধাবী ছাত্রী সোয়েতা সরকারের অসাধারণ সাফল্যের খবর প্রকাশ্যে আসতেই তার পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলেন এলাকার একদল সমাজসেবী। কাঁঠালিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯১.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া সোয়েতার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন তারা এবং ভবিষ্যতের পড়াশোনার জন্য সর্বতোভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিন সোয়েতার বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রতন দেবনাথ, সুব্রত পাল, রাজীব সাহা, বিপ্লব দাস, সুকান্ত চৌধুরী সহ আরও অনেকে। তারা সোয়েতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং মেয়েটির উচ্চশিক্ষার পথ যাতে আর্থিক সমস্যার কারণে থেমে না যায়, সেই বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

তিনি প্রেম দিতে এসেছিলেন প্রেম নিতে এসেছিলেন

তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাতি পেলেও প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কবিতা ও গানে প্রবলভাবেই উপস্থিত। বিদ্রোহীর মনেও যে প্রেম আছে, তারও যে প্রিয়ার খোঁপায় তারার ফুল গুঁজে দিতে সাধ জাগে তা-তো নজরুলের রচনা পাঠেই জানা যায় বিভুরঞ্জন সরকার

কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমাদের মাতামতি কি শুধু জন্ম কিংবা মৃত্যু দিনে এসে সীমিত হয়ে পড়বে? কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির সৃষ্টিকর্ম নিয়ে যেভাবে আলোচনা হওয়া উচিত, যেভাবে চর্চা হওয়া উচিত তা কি সত্যি আমাদের দেশে হচ্ছে? আমরা সাহিত্যকে বেধে ফেলছি সংকীর্ণ চিন্তার জালে। নজরুলকে জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েই আমরা ধরে নিয়েছি আমাদের আর কিছু করণীয় নেই। কেউ বলতে পারেন, তা কেন, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কেউ ইচ্ছে করলে নজরুলকে নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। কেউ তো কাউকে বাধা দিচ্ছে না।

আচ্ছা, বেহুদা কথায় সময় নষ্ট না করে দেখা যাক, কাজী নজরুল আসলে কেমন ছিলেন? কী ছিল তার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এটা হয়তো সবারই জানা যে ১১ জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। বাংলা ১৩০৬ সনের এই দিনে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের চুরুলিয়ায় তাঁর জন্ম। নজরুলের বাবা কাজী ফকির আহমেদ ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মাজারের খাদেম। নজরুলও একেবারে ছোটবেলায়ই মসজিদে মোয়াজ্জিনের কাজ করেছেন। মাত্র ৯ বছর বয়সে ১৯০৮ সালে বাবার মৃত্যুর পর নজরুলের পরিবার চরম অভাব-অনটনে পড়লে তাঁর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়, মাত্র ১০ বছর বয়সেই তাঁকে জীবিকার জন্য কাজে নামতে হয়। তাঁর ছোটবেলার ডাক নাম দুখু মিয়া। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে তাঁকে। লেটোর দলে কাজ করেছেন, রুটির কারখানায় কাজ করেছেন, সৈনিকের জীবনও বেছে নিয়েছিলেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪৯তম বাঙালি রেজিমেন্টে হাবিলদার পদে চাকরি করেছেন। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথাও অন্য কোনো খানে' এই অস্থিরতা, চঞ্চলতাই যেন ছিল নজরুল জীবনের বৈশিষ্ট্য। কবি হিসেবে বেশি খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি, গীতিকার, সুরকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সম্পাদক ছাড়াও রাজনীতিতেও জড়িয়েছিলেন।

তিনি সৃষ্টিশীল ছিলেন ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। ওই বছরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক চিকিৎসা ও চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হৃদয় জুড়ে ছিল কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টায় নজরুলকে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে আসার পর কবির চিকিৎসা, যত্নআত্তির অভাব না হলেও তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ঢাকায় বাংলা ১৩৮৩ সনের ১২ ভাদ্র (২৯ অগাস্ট, ১০৭৬)। মসজিদের পাশে তাকে কবর দেওয়ার কথা তাঁর একটি কবিতায় আছে। তাই তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়েছে। এ থেকে কারও মনে হতে পারে যে নজরুল বুঝি খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন অথবা তার সাহিত্যের মূল উপজীব্য বুঝি ছিল ইসলাম ধর্ম।

না, নজরুল মোটেও ধর্মীয় কবি ছিলেন না। এটা সত্য যে তিনি হামদ, নাত, গজলসহ ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছেন, তার লেখায় আরবি-ফারসি শব্দও প্রচুর ব্যবহার করেছেন। আবার তিনি শ্যামা সঙ্গীত, ভজন, কীর্তনও লিখেছেন। হিন্দুদের দেব-দেবী তার লেখায় স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার একজন মানুষ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চায় তাঁর আগ্রহ দেখা যায়নি। ধর্মবিশ্বাস দিয়ে নয়, তিনি মানুষকে দেখতেন মানুষ হিসেবে। তিনি লিখেছেন: নদীর পাশ দিয়ে চলতে যখন দেখি একটি লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ প্রশ্ন ভাবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান, একজন মানুষ ডুবছে এইটেই--- সবচেয়ে বড়ো, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে — মন বলে আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি। ধর্মাচরণ নিয়ে তাকে বিদ্রুপ-গঞ্জনা কম সহ্য করতে হয়নি। আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন: 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মেলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন

হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে, আমার গাঁটছাড়ার বাঁধন কাটতে বেগ পেতে হবে না। কেননা একজনের হাতে আছে লাঠি,আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি। বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধূলোবালি, এতো ধোঁয়া, এতো কোলাহল উঠছে যে ওর মাঝে সামান্য দীপবর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মরবো। নজরুল বেঁচেছিলেন ৭৭ বছর। কিন্তু এরমধ্যে ৩৫ বছর ছিলেন জীবন্মৃত। তিনি তার কবিতায় বলেছিলেন: তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিবো না, সারাদিনমান কোলাহল করি কারো ধ্যান ভাঙিবো না। - নিশ্চল-নিশ্চুপ আপনার মনে পুড়িবো একাকী গন্ধবিধুর ধূপ। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেরকমই ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম লেখালেখিতে সক্রিয় ছিলেন মাত্র ২২ বছর। এই অল্প সময়ে তিনি কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রবন্ধ কত কিছুই না লিখেছেন। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা নজরুলের জীবন ছিল একদিকে ছন্নছাড়া, অন্যদিকে ধূমকেতুর মতো। "বিদ্রোহী" কবিতা লিখে তিনি প্রথম বাঙালি পাঠক মহলে আলোড়ন তৈরি করেন। তিনি এই কবিতায় নিজেকে তুলে ধরেই যেন লিখেছেন:

আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির
গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা
বিষ জ্বালা, চির লাঞ্ছিত বুকে গতি
ফের
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার
কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর
থর থর
প্রথম প্রকাশ কুমারীর !...
মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম
রণ,
ভুমে রণিবে না, বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

এই কবিতায় তিনি যেমন ভৃগু ভগবান বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে চেয়েছেন, তেমনি খোদার আসন আরশ ছেদিয়া ওঠার কথাও বলেছেন। তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাতি পেলেও প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কবিতা ও গানে প্রবলভাবেই উপস্থিত। বিদ্রোহীর মনেও যে প্রেম আছে, তারও যে প্রিয়ার খোঁপায় তারার ফুল গুঁজে দিতে সাধ জাগে তা-তো নজরুলের রচনা পাঠেই জানা যায়। নজরুলের কাছে দ্রোহ আর প্রেম অভিন্ন ছিল। তিনি বলেছেন: মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হতে রণতূর্য। কবির মনোভূমি ছিল প্রেমময়। তাঁর উদ্দাম জীবনে প্রেম এসেছে একাধিকবার। অনেক নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি তাদের প্রেম নিবেদনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন কবি। প্রমিলা দেবীর সঙ্গে জুটি বাঁধলেও তিনি নার্গিস ও ফজিলাতুন্নেছার প্রেমে যে মশগুল হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। নজরুলকে সাম্য ও মানবতার কবি বলা হয়। কারণ তার কলম থেকেই বেরিয়েছে: গাহি সাম্যের গান / যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান। অন্যায়, অসাম্যের বিরুদ্ধে, অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধ তার কলম ছিল ক্ষুরধার। তিনি লিখেছেন: মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান / নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি / সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। তার কলম থেকেই বেরিয়েছে: মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান /মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ/ এক সে আকাশ মায়ের কোলে / যেন রবি শশী দোলে / এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান।

আবার সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সমান সোচ্চার। লিখেছেন: দেখিনু সেদিন রেলে / কুলি বলে এক বাবুসাব তারে টেনে দিল নিচে ফেলে / চোখ ফেটে এলো জল / এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল? নজরুলের সময়ে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ কিছু কম হয়নি। তাকে তুচ্ছ করার জন্য "বালক প্রতিভা" বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার পরিণতি আসেনি। কিন্তু যারা এসব করেছে তারা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে, নজরুল আছেন উজ্জ্বল দেদীপ্যমান। নজরুল বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন ও অকাতর স্নেহ পেয়েছেন।

১৯৪১ সালে এক সাহিত্য সভায় তিনি বলেছিলেন: 'যদি আর বাঁশি না বাজে - আমি কবি বলে বলছি না - আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম, সেই অধিকারে বলছি - আমায় ক্ষমা করবেন - আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি-আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম- সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নিরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।'

নজরুলের একটি গানের একটি পংক্তি:

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার
নাই
কেন মনে রাখ তারে
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও
একেবারে।

নজরুলকে সাম্প্রদায়িক কবি বানানোর একটি অপচেষ্টা বহুদিন ধরেই চলছে। পাকিস্তানি গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠী সেটা করেছে, এখন বাংলাদেশেও একটি মহল তৎপর সেই ধারায়। এটা অন্যায়। খণ্ডিত নজরুল চর্চা নয়, অখণ্ড নজরুলই বাঙালির সেরা সম্পদ।

মুসলিম তকমায় 'অচ্ছুৎ' নজরুল ছিলেন মা কালীর উপাসক

বিশ্বদীপ দে: 'আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী।' আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এমন কথা যিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর নাম নজরুল ইসলাম। ২৩ নভেম্বর, ১৯২২। 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক নজরুলকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরের বছরের শুরুতেই বিচারাধীন বন্দি হিসেবে তিনি আদালতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা 'রাজবন্দির জবানবন্দি' হিসেবে বিখ্যাত। এই লেখার শুরুতেই যে কয়েকটি বাক্য তুলে ধরা হল তা ওই জবানবন্দিরই অংশ। ২৭ জানুয়ারির সংখ্যায় 'ধূমকেতু'র পাতায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। এক শতাব্দী পেরিয়ে এসে নতুন করে নজরুলের সেই জবানবন্দি যেন মহাকালের মন্দিরা হয়ে বেজে উঠছে। সম্প্রতি নবদ্বীপের রাধারাণী মন্দিরের হিন্দু নাটমন্দিরে যা ঘটেছে, তারপর বাঙালির বোধহয় ফের একবার নতুন করে নজরুলকে উপলব্ধি করা দরকার হয়ে পড়েছে।

নাটমন্দিরে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা চলাকালীন 'মুসলমান' নজরুলের ছবি সেখানে রাখা যাবে না- এমন নিদান নাকি খোদ মন্দির কমিটিরই! তবে তারা হয়তো বুঝতে পারেনি বিতর্কের ঝড় কতটা ব্যাপক হতে চলেছে। পরে ঢেঁক গিলে ক্ষমা চেয়ে নিলেও এত সহজে এই উদ্বেগ থেকে মুক্তি নেই আমাদের। নজরুলকেও তাহলে ধর্মের নিক্তিতে বিচার করতে হবে! তাও জাত-ধর্মের আগল ভেঙে ফেলা ভক্তি আন্দোলনের জনক শ্রীচৈতন্যের জনপদে! এক আশ্চর্য আঁধারে দাঁড়িয়ে গুলিয়ে দেওয়ার এই খেলাকে সম্যক বুঝে নিয়ে সাবধান হওয়া আশু প্রয়োজন। এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে। এরপর কত কী যে হারিয়ে ফেলব!

রেকর্ড সময়ে নির্মাণ নয়া সংসদ ভবনের, বয়কট নয়, প্রশংসা করুন, বিরোধীদের বললেন গুলাম নবিণ্ণ

অথচ নজরুল। সাম্প্রদায়িক বিভেদের জিগির যাঁরা তোলেন, তাঁদের সামনে এক অনতিক্রম্য হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাঁকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্তের শিকার হতে হচ্ছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'র পাতায় চোখ রাখলেই বোঝা যাবে এক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীকে। ইংরেজের শোষণ ও অত্যাচারে কুঁকড়ে যাওয়া এক জাতিকে জাগিয়ে তুলতে এমনই মহামানবকেই সেই সময় প্রয়োজন ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাজী নজরুল ইসলাম' নামের এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'এই জীবনকে বলা উচিত মহাজীবন। কারণ এর মধ্যে লুকানো রয়েছে একটি সনাতন তপস্যা। সে তপস্যা কবিযশ নয় সে তপস্যা ঈশ্বরকে জানার তপস্যা। সৃষ্টির আদিম প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে তপস্যা-এ তপস্যা তাই।'

'অগ্নিবীণা'র কবিতাগুলির নামের দিকে দেখলেই চোখে পড়বে একদিকে 'কোরবানি', 'মোহররম', 'শাত-ইল-আরব'-, অন্যদিকে 'আগমণী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা'- ইসলামিক ও হিন্দু শব্দের এই বৈচিত্র লক্ষণীয়। যা বুঝিয়ে দেয়, শুরু থেকেই জাতি-ধর্মের বেড়া ভেঙে সবকিছুকে সঙ্গে করেই এগিয়ে চলতে চেয়েছেন বছর তেইশের নজরুল। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল বলেছিলেন, 'মম এক-হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী/ আর হাতে রণ-তূর্য'। অর্থাৎ একদিকে নিপীড়িত জাতিকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র বুনছেন তিনি। অন্যদিকে সেই তিনিই লিখছেন, 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই/ যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।'

সেই মানুষটি আবার জগন্মাতার উপাসনায় লিখতে বসছেন শ্যামাসংগীতও। লিখছেন 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে' অথবা 'কালো রূপে মন ভুলালে কালোকে আয় বাসবি ভাল' বা 'শ্মশানে জাগিছে'র মতো গান। প্রায় আড়াইশোটি শ্যামাসংগীত। রামপ্রসাদ সেন ছাড়া সম্ভবত এতগুলি শ্যামাসংগীত আর কেউ লেখেননি। গান লেখাই কেবল নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে কালীসাধনা ও করতেন নজরুল। আসলে স্ত্রীর অসুস্থতা ও ছেলে বুলবুলের অকালপ্রয়াণে আরও বেশি করে নিজেকে মা কালীর চরণে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। এই ভক্তির পিছনে সম্ভবত বড় প্রভাব ছিল লালগোলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের। তন্ত্রসাধক এই মানুষটির সাহচর্যেই নজরুলের মনের ভিতরে আরও বেশি করে বিকশিত হয়েছিল কালীভক্তি। এরই পাশাপাশি অবশ্য নজরুল বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর তত্ত্ব। গান লিখেছেন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েও।

ধর্মবিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়েই মানবপ্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণীই যেন রচনা করতে চেয়েছেন আমাদের 'বিদ্রোহী' কবি। এই 'বিদ্রোহী' তকমাটি অবশ্য নজরুলকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ভিতরে বেঁধে রাখতে চায়। তিনি যে কেবল বিদ্রোহী নন। তিনি প্রেমিক, তিনি ধর্মপ্রাণ এক মানুষ। তাঁকে সামগ্রিকতায় বিচার করলে বোঝা যায়, কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছেন তিনি। অথচ মাত্র ২৩ বছরের সাহিত্যিক জীবন তাঁর। এত অল্প সময়ে এই বৈচিত্র অভাবনীয়। তেমনই অভাবনীয় এই মানুষটিকে স্রেফ 'মুসলমান' তকমায় আটকে রাখার ঘৃণ্য প্রবণতা। মনে পড়ে যায়, পূর্ব পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশ) একসময় নজরুলের কবিতার 'পাকিস্তানি সংস্করণ' প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেসব শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৯ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয়নিকো নজরুল'। এই অমোঘ উচ্চারণেই ধরা আছে বাঙালির কাছে নজরুলের আসল ছবিটা।

যদিও সেই ছবিই যে একমাত্র নয়, তা বুঝতে মনে রাখা দরকার ১৯৭৬ সালে অন্নদাশঙ্করই অভিমানভরে লিখেছিলেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ এতকাল পরে ধর্মের নামে/ ভাগ হয়ে গেল নজরুল।' সেই ভুল আমাদের এখনও ভাঙেনি বুঝি। প্রায় পাঁচ দশক পেরিয়ে এসে না হলে নিদান দেওয়া হয়, নজরুলের ছবিতে মাল্যদান করা যাবে না। কেননা তিনি ভিন্ন ধর্মের মানুষ! 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম' তাহলে নিছকই লিখে ফেলেছিলেন তিনি? এমন বিশ্বাস বাঙালির শিকড়ে পুঁতে দেওয়ার অপপ্রয়াস অবশ্য এত সহজে সফল হবে না। বিতর্কের অব্যবহিত পরেই ওঠা প্রতিবাদের ঝড় অন্তত সেই আশ্বাসটুকু দিচ্ছে।

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের লেখা প্রবন্ধ 'কবি নজরুলের ধ্যানে দেশ-মাতৃকা ও জগন্মাতা'য় পাচ্ছি নজরুলের বক্তব্য, 'আমার চিন্তায় বেদান্তদর্শনের প্রভাব রয়েছে। বেদান্ত বলেন, জীব মাত্রেই ব্রহ্ম। মানুষ যখন নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানতে পারে, তখনই সে মুক্ত হয়ে যায়।' এই মুক্তিই ছিল তাঁর অভীষ্ট। এই মুক্তিই ছিল তাঁর পথ। হিন্দু-মুসলমান বা নারী-পুরুষ কোনও বিভেদের ঘেরাটোপকেই মানতে চাননি তিনি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্মৃতিকথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে, সেখানে রয়েছে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা। ১৯৪০ সাল। পুজোর পরই পুত্রহারা হয়েছেন তারাশঙ্কর। সেইদিনই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন নজরুল। দু'জনের মধ্যে সেই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। তারাশঙ্কর লিখছেন, 'পরদিন কাজী সাহেব আমাদের গ্রামের ফুল্লরা দেবীর (মহাপীঠ রূপে খ্যাত) স্থানে গেলেন। এবং মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের উপর পদ্মাসন হয়ে বসে প্রাণায়াম সহযোগে যে জপ করেছিলেন তা দেখে একথা বলব যে এই ব্যক্তি এক আশ্চর্য চরিত্র ব্যক্তি'। এই নজরুল আমাদের রক্তের ভিতরে মিশে রয়েছেন আলোয় উদ্ভাসিত উত্তরাধিকার হয়ে। 'রাজবন্দির জবানবন্দি'র এক অংশে সদ্য তরুণ নজরুল জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'রাজার বাণী বুদ্বুদ আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।' সেই সমুদ্র বাঙালির চেতনায় জেগে থাকুক। নজরুলের ছবি সরিয়ে নেওয়ার পর সেখানে সৃষ্টি হওয়া শূন্যস্থানকে ভাসিয়ে এই কঠিন সময়ে তাঁর বাণী আমাদের আলোর দিকে নিয়ে যাক।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবাস ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির উদ্যোগে এসসিইআরটি দপ্তরে ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

টেন্ডার কমিশন ‘কেলেঙ্কারি’ মামলায় প্রাক্তন ঝাড়খণ্ড মন্ত্রী আলমগীর আলমকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ মে(আইএএনএস): টেন্ডার কমিশন সংক্রান্ত অর্থপাচার মামলায় প্রাক্তন ঝাড়খণ্ড গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা আলমগীর আলম এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীব লাল-কে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার বিচারপতি এম.এম. সুন্দরেশ এবং এন. কোটিশ্বর সিং-এর ডিভিশন বেঞ্চ ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের জামিন খারিজের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া বিশেষ অনুমতি পিটিশনের শুনানি শেষে এই নির্দেশ দেয়।

এর আগে ২ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট মামলার চার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর দ্রুত জেরা সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং সেই সময় অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি দিতে অস্বীকার করেছিল। আদালত ট্রায়াল কোর্টকে চার সপ্তাহের মধ্যে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করার নির্দেশও দেয়।

শুনানিতে আলমগীর আলমের আইনজীবী জানান, ৭৬ বছর বয়সি কংগ্রেস নেতা ২০২৪ সালের মে মাস থেকে জেলে রয়েছেন এবংএনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর বারবার সম্পূরক চার্জশিট জমা দেওয়ার কারণে বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

এর আগে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করে বলেছিল, অভিযুক্তরা অপরাধলব্ধ অর্থ লেনদেনে জড়িত নন, এমন বিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ নেই।

বিচারপতি সুজিত নারায়ণ প্রসাদ-এর একক বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছিল যে দুর্নীতি সমাজের জন্য গুরুতর হুমকি এবং অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন বিবেচনায় আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

হাইকোর্ট আরও বলেছিল, অর্থপাচারের মতো মামলায় ‘‘গভীর ষড়যন্ত্র ও বিপুল জনসম্পদের ক্ষতি’’ দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে, তাই জামিনের ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি জরুরি।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অপরাধে জড়িত থাকার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে।

এই মামলার সূত্রপাত ২০২৪ সালের ৬ মে ইডি-র তল্লাশি অভিযান থেকে। ওই সময় আলমগীর আলম এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী সঞ্জীব লালের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩২.২০ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করা হয় বলে অভিযোগ।

এছাড়াও ১০.০৫ লক্ষ টাকা এবং কমিশন লেনদেনের বিবরণ থাকা একটি ডায়েরিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ইডি-র অভিযোগ, গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের প্রকল্পে কাজ করা ঠিকাদারদের মোট টেন্ডার মূল্যের প্রায় তিন শতাংশ কমিশন দিতে হত। এর মধ্যে প্রায় ১.৩৫ শতাংশ কমিশন তৎকালীন মন্ত্রীর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের মাধ্যমে পৌঁছত বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। বাকি অংশ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বণ্টন করা হত।

ইডি-র দাবি, প্রায় ৩,০৪৮ কোটি টাকার টেন্ডার বরাদ্দের সঙ্গে যুক্ত এই কেলেঙ্কারিতে ৯০ কোটিরও বেশি টাকার অপরাধলব্ধ অর্থ তৈরি হয়েছে।

ভারত—ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি শুধু শুল্ক নয় স্থিতিশীল কাঠামোর বিষয়: পর্তুগালের মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ মে(আইএএনএস): ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি শুধু শুল্ক কমানোর বিষয় নয়, বরং একটি স্থিতিশীল ও পূর্বানুমানযোগ্য অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগএমনই মন্তব্য করলেন পর্তুগালের অর্থনীতি বিষয়ক স্টেট সেক্রেটারি জোয়াও রুই ফেরেইরা। তিনি বলেন, এই চুক্তি ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ব্যবসার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করবে।সোমবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, “পর্তুগাল শুরু থেকেই এই চুক্তিকে সমর্থন করছে। আমরা আশাবাদী, এটি শিগগিরই সম্পন্ন হবেসম্ভবত ২০২৭ সালের মধ্যে।”তিনি আরও বলেন, এই চুক্তি কেবল শুল্ক নিয়ে নয়, বরং ধারাবাহিকতা, স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পূর্বানুমানযোগ্যতার বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, এটি দুই পক্ষের কোম্পানিগুলোর জন্য আরও শক্তিশালী ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করবে।ভারতকে বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশটি দ্রুত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পথে রয়েছে। এই অবস্থান ভারতকে বৈশ্বিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী এই রূপান্তরপর্বে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।”পর্তুগাল ও ভারতের দীর্ঘদিনের ভালো রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ফেরেইরা বলেন, এখন দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও জোরদার করার সময় এসেছে।তিনি ভারতের ‘ভিশন ২০৪৭’ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনঃশিল্পায়নের উদ্যোগকে ইতিবাচক বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, এসব উদ্যোগ ভারতের নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করবে।এআই ও ডিজিটাল অর্থনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পর্তুগাল উচ্চ শিক্ষা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতায় শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে এবং এখন এই দক্ষতাকে বাস্তব অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তর করা হচ্ছে।তিনি জানান, পর্তুগাল ডিজিটালভাবে অত্যন্ত সংযুক্ত দেশ এবং সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত।

শক্তি খাতেও পর্তুগাল প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রয়েছে, যা এআই যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি ডেটা সেন্টার উন্নয়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, “এআই এখন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কৌশলগত সার্বভৌমত্বের বিষয় হয়ে উঠেছে। পর্তুগালের কাছে প্রয়োজনীয় প্রতিভা, অবকাঠামো এবং নীতি রয়েছে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য।” ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, পর্তুগাল একটি উন্মুক্ত ও ব্যবসাবান্ধব দেশ, যেখানে ইউরোপ ও পর্তুগিজভাষী বাজারে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে।

ফুজাইরাহ বন্দর দিয়ে ভারতীয়দের সরিয়ে নেওয়ার দাবি ভুয়ো, জানাল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১১ মে(আইএএনএস): বিদেশ মন্ত্রকের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় অফিসিয়াল ফ্যাক্ট-চেকিং হ্যান্ডেল সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভুয়ো খবর ও বিভ্রান্তিকর দাবিকে কঠোরভাবে খারিজ করেছে। মন্ত্রকের দাবি, ভারতের বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রক-র ফ্যাক্ট-চেক হ্যান্ডেল “ফেক নিউজ অ্যালার্ট” জারি করে জানায়, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর মধ্যে ফুজাইরাহ বন্দর হয়ে ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য কোনও ধরনের চুক্তি বা পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে যে দাবি করা হয়েছে, তার কোনও ভিত্তি নেই। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত লক্ষাধিক ভারতীয় শ্রমিককে ফুজাইরাহ বন্দরের মাধ্যমে সরিয়ে আনার জন্য যৌথভাবে একটি চুক্তি নিয়ে কাজ করছে। তবে বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, “এই ধরনের খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোনও ধরনের সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে না। এ ধরনের মিথ্যা ও ভুয়ো দাবির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।”

বিদেশ মন্ত্রক আরও জানায়, ফুজাইরাহ বা অন্য কোনও বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয়দের সরিয়ে নেওয়া নিয়ে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত-র মধ্যে কোনও আলোচনা বা সমঝোতা হয়নি।

অন্যদিকে, বিদেশ মন্ত্রক একটি ‘ডিপফেক ভিডিও অ্যালার্ট’ও জারি করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি জ্জ-নির্মিত ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল-কে ভুয়োভাবে এমন কিছু মন্তব্য করতে দেখা যায়, যা তিনি কখনও করেননি।

ভিডিওটিতে দাবি করা হয়েছিল যে ভারত রাফাল যুদ্ধবিমান হারানোর কথা স্বীকার করেছে এবং পাকিস্তানে জল সরবরাহ নিয়েও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্টভাবে জানায়, ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এটি একটি এআই-জেনারেটেড ভিডিও, যার উদ্দেশ্য বিভ্রান্তি ছড়ানো। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ধরনের ভুয়ো ভিডিও ও কনটেন্ট সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।”

এদিকে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো-এর ফ্যাক্ট-চেক ইউনিটও ভিডিওটিকে ডিজিটালি বিকৃত বলে নিশ্চিত করেছে। পিআইবি নাগরিকদের অনুরোধ করেছে, যাচাই না করে কোনও তথ্য বিশ্বাস বা শেয়ার না করতে এবং শুধুমাত্র সরকারি সূত্রের তথ্যের উপর নির্ভর করতে।

পিআইবি আরও জানিয়েছে, বিদেশ মন্ত্রকের ব্রিফিংয়ের আসল ও সম্পাদনাহীন ভিডিও সরকারি প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ রয়েছে এবং সেখানে এমন কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

সরকারি সূত্রের দাবি, পাকিস্তান-ভিত্তিক একাধিক প্রোপাগান্ডা অ্যাকাউন্ট এই ভুয়ো ভিডিও ও মনগড়া শিরোনাম ছড়ানোর সঙ্গে জড়িত, যার লক্ষ্য ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা।

কর্তৃপক্ষ আবারও সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনও খবর বা ভিডিও শেয়ার না করার পরামর্শ দিয়েছে।

পৃথক অভিযানে দুই নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের

নয়াদিল্লি, ১১ মে(আইএএনএস): পৃথক দুটি অভিযানে দুই নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করল দিল্লি পুলিশক্রাইম ব্রাঞ্চ-এর অ্যান্টি-হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য এবং মাঠপর্যায়ে তল্লাশির মাধ্যমে এই সাফল্য মিলেছে।

সোমবার প্রকাশিত এক সরকারি বিবৃতিতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানায়, এই উদ্ধার অভিযানগুলি শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সতর্কতার প্রতিফলন।

প্রথম ঘটনায়, ১৬ বছরের এক কিশোরী চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিল। ওয়াজিরাবাদ থানা-এ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩৭(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বাবার মদ্যপানের কারণে বাড়িতে নিয়মিত অশান্তির জেরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল ওই কিশোরী। পরে সে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং তার মামির বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

ইন্সপেক্টর মুকেশ কুমার-এর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ দল, যার মধ্যে ছিলেন এএসআই অজয় কুমার ঝা এবং মহিলা কনস্টেবল দীপিকা, এসিপি সুরেশ কুমার-এর তত্ত্বাবধানে তদন্ত চালায়। পরে কিশোরীকে উদ্ধার করে স্থানীয় থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অন্য একটি ঘটনায়, ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ থাকা ১৫ বছরের এক কিশোরীকেও উদ্ধার করে এএইচটিইউ। এই গ্রুপ বুড বিহার থানা-একেও বিহার করা হয়েছিল।

জিজ্ঞাসাবাদে ওই কিশোরী জানায়, এক যুবকের সঙ্গে পরিচয়ের পর সে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হায়দরপুরের রিঠালা গ্রামের কাছে তল্লাশি চালিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে বুধ বিহার থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, এই অভিযানগুলি শুধুমাত্র উদ্ধারঅভিযান নয়, বরং “সহমর্মিতা, পুনর্মিলন এবং আশার গল্প”, যা দুই পরিবারের কাছে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

এআই যেন শুধু কর্পোরেট বোর্ডরুমে সীমাবদ্ধ না থাকে সাধারণ মানুষকেও শক্তি জোগাক: গৌতম আদানি

নয়াদিল্লি, ১১ মে(আইএএনএস): ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিপ্লবের সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে তা দেশের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কতটা ক্ষমতায়িত করতে পারে তার উপর এমনই মন্তব্য করলেন গৌতম আদানি।

সোমবার ভারতীয় শিল্প সংঘ-এর ‘অ্যানুয়াল বিজনেস সামিট ২০২৬’-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদানি বলেন, “ভারতকে সেই ধারণা প্রত্যাখ্যান করতে হবে যে এআই -এর প্রধান কাজ হবে কর্মসংস্থান কমানো বা মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া।”

তিনি বলেন, “ভারতকে এমন এআই তৈরি করতে হবে যা উৎপাদনশীলতা বাড়াবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, ক্ষুদ্র উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে এবং ভারতীয়দের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তুলবে।”

ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস-এর উদাহরণ টেনে আদানি বলেন, দেশের সবচেয়ে সফল প্রযুক্তিগত বিপ্লবগুলি তখনই কার্যকর হয় যখন তা প্রযুক্তির সুযোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং বৃহৎ অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করে।

তাঁর কথায়, “ইউপিআই শুধু টাকা লেনদেনের মাধ্যম নয়। এটি ছোট ব্যবসাগুলিকে দৃশ্যমান করেছে, মানুষের আস্থা বাড়িয়েছে এবং নতুন অর্থনৈতিক ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে।”

এআই -কে ঘিরেও ভারতের সামনে একই ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মত আদানির। তিনি বলেন, নতুন শিল্প, ব্যবসায়িক মডেল এবং কর্মসংস্থানের পরিবেশ গড়ে তুলতে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

তবে এই সুযোগ বাস্তবায়িত করতে হলে ভারতকে সম্পূর্ণ এআই অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ, ডেটা সেন্টার, কম্পিউটিং অবকাঠামো, নেটওয়ার্ক, অ্যাপ্লিকেশন এবং এআই -ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা।

আদানি আরও বলেন, “এআই যুগ শুধু চিপ, সার্ভার ও অ্যালগরিদম দিয়ে তৈরি হবে না। এর সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজন টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান, অপারেটর, কুলিং ইঞ্জিনিয়ার এবং লক্ষ লক্ষ দক্ষ কর্মীর।”

বিদেশি ডিজিটাল অবকাঠামোর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করেন তিনি। তাঁর মতে, ‘‘সেমিকন্ডাক্টর এখন কূটনৈতিক শক্তির অস্ত্র হয়ে উঠেছে। ডেটাকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ক্লাউড প্রযুক্তিকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।”

তিনি বলেন, ‘‘ভারত তার বুদ্ধিবৃত্তিক ভবিষ্যতের অবকাঠামো ভাড়া নিয়ে চালাতে পারে না। ভারতকে নিজস্ব মাটিতে নিজেই তা গড়ে তুলতে হবে, শক্তি জোগাতে হবে এবং তার মালিকানা রাখতে হবে।”এই প্রসঙ্গে আদানি গ্রুপ-এর ১০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। পরিষ্কার জ্বালানি, ডিজিটাল অবকাঠামো এবং ডেটা সেন্টারে এই বিনিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি গুগল এবং মাইক্রোসফট-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভারতে নিজস্ব কম্পিউটিং সক্ষমতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নিজের দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে আদানি বলেন, ‘‘যেখানে অনেকেই অসম্ভব দেখেছেন, সেখানেই আমরা কাজ করেছি জলাভূমিতে বন্দর গড়েছি, অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করেছি।”

শেষে তিনি বলেন, “ভবিষ্যৎ নিজে থেকে আসে না, তাকে তৈরি করতে হয়।” তাঁর মতে, আগামী দিনের স্বাধীনতার লড়াই হবে বিদ্যুৎ গ্রিড, ডেটা সেন্টার, কারখানা, শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার এবং মানুষের চিন্তাশক্তিকে ঘিরে।

কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে আগুন তুর্কিশ এয়ারলাইন্সের বিমানে, নিরাপদে উদ্ধার সব যাত্রী

কাঠমান্ডু, ১১ মে(আইএএনএস): তুর্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে আগুন লাগার ঘটনায় সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ। তবে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালিয়ে বিমানে থাকা সকল যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইস্তানবুল থেকে কাঠমান্ডুগামী তুর্কিশ এয়ারলাইন্সের বিমানটি সোমবার সকাল প্রায় ৬টা ৩৫ মিনিট নাগাদ অবতরণের সময় পিছনের ল্যান্ডিং গিয়ারে আচমকা আগুন ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই বিমানবন্দরের জরুরি পরিষেবা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং উদ্ধার অভিযান শুরু হয়।

তথ্য আধিকারিক জ্ঞানেন্দ্র ভুল জানান, বিমানে মোট ২৮৮ জন আরোহী ছিলেন এবং সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। যাত্রীদের দ্রুত টার্মিনালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিমানের লাগেজও নামিয়ে ফেলা হয়েছে।

ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য বিমানবন্দরের স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল। তবে পরে বিমানটিকে বিমানবন্দরের নির্দিষ্ট বেতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় বিমান চলাচল শুরু হয়।

চোখে পড়ে, বিমানটির পিছনের ল্যান্ডিং গিয়ার থেকে আগুনের ফুলকি ও ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যাত্রীদের জরুরি নির্গমন পথ দিয়ে বের করে আনা হয়।

ঘটনার পর বিমানটিকে আপাতত গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে এবং যাত্রীদের জন্য হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাঁদের জরুরি ভিত্তিতে অন্য গন্তব্যে পৌঁছনোর প্রয়োজন রয়েছে, তাঁদের বিকল্প বিমানে পাঠানোর প্রস্তুতিও চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে বিমানটির প্রযুক্তিগত পরীক্ষা চলছে। রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং ওভারহল দলটি খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি নেপালের অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ফ্লাইট সেফটি বিভাগও ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, তুর্কিশ এয়ারলাইন্স প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইট পরিচালনা করে নেপালে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডার সঙ্গে নেপালের সংযোগ রক্ষা করে। এর আগেও ২০১৫ সালের ৪ মার্চ একই বিমান সংস্থা ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল। সেই সময় অবতরণের সময় বিমানটি রানওয়ে ছেড়ে ঘাসে ঢাকা অংশে চলে গিয়েছিল, যদিও কোনও প্রাণহানি ঘটেনি।

নিট ইউজি পরীক্ষায় ‘দুর্নীতি’ রুখতে ব্যর্থ কেন্দ্র, মোদী সরকারকে তোপ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১১ মে (আইএএনএস): মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য অনুষ্ঠিত নিট ইউজি পরীক্ষায় কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোমবার কেন্দ্রের মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক ও ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি অভিযোগ করেন, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অনিয়ম রুখতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র সরকার, যার ফলে দেশের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ বিপদের মুখে পড়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ করা এক পোস্টে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, বিজেপি শাসনে গত কয়েক বছরে পরীক্ষায় লাগামছাড়া দুর্নীতি দেশের যুবকদের ভবিষ্যৎ কেড়ে নিচ্ছে। এ বারও প্রায় ২৩ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নিটের মতো পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীরা কঠোর পরিশ্রম করে। অভিভাবকরাও নিজেদের সর্বস্ব বাজি রাখেন সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে। কিন্তু প্রতিটি পরীক্ষাই দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সংসদে যে কঠোর আইন আনা হয়েছে, তা হলে মাটির স্তরে একই দুর্নীতি কেন চলছে?

কংগ্রেস সাংসদ প্রশ্ন তোলেন, দেশের যুবসমাজের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জবাবদিহি করবেন না? আর কত দিন এ ভাবে যুবকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে থাকবে?

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর এই মন্তব্য আসে একদিন পর, যখন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) জানায় যে তারা তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। রাজস্থান স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপের তদন্তে নিট (ইউজি) ২০২৬ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এনটিএ এক সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৩ মে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা “নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এবং পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেই” সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষার সময় একাধিক স্তরে নজরদারি ও যাচাই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল বলেও দাবি করা হয়েছে।

সংস্থার দাবি, পরীক্ষার চার দিন পরে অর্থাৎ ৭ মে তারা সম্ভাব্য অনিয়ম সংক্রান্ত কিছু তথ্য পায়। এরপর ৮ মে সকালে সেই তথ্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাছে পাঠানো হয় স্বাধীন যাচাই ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য।

এনটিএ আরও জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদমাধ্যমে যে আটক ও অভিযানের খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা তদন্তকারী সংস্থাগুলির “দ্রুত ও পেশাদার পদক্ষেপের” ফল।

রাজস্থানে তদন্তকারীরা অভিযোগ খতিয়ে দেখছেন যে পরীক্ষার আগে ছড়িয়ে পড়া একটি “গেস পেপার”-এর বহু প্রশ্ন আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।অন্যদিকে, দিল্লি পুলিশ দিল্লি-এনসিআরের বিভিন্ন হোটেল থেকে ১৮ জন নিট পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার করেছে। অভিযোগ, একটি চক্র তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা করে নিয়ে ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য কোটার মাধ্যমে নিশ্চিত এমবিবিএস আসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের আটকে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ।৩ মে নিট পরীক্ষার আগের দিন উদ্ধার হওয়া ওই ১৮ জন পরীক্ষার্থীকে পরে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় পুলিশ।

নতুন সরকার ‘বিজেপি সরকার’ নয় হবে ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার’: সমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১১ মে(আইএএনএস): ভবিষ্যতের রাজ্য প্রশাসন দলীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে কাজ করবে এবং তা “বিজেপি সরকার” নয়, বরং একটি “পশ্চিমবঙ্গ সরকার” হিসেবে পরিচালিত হবেএমন মন্তব্য করলেন সমীক ভট্টাচার্য। সোমবার কলকাতায় তিনি এই মন্তব্য করেন।তিনি জানান, নতুন সরকার দলীয় সীমার বাইরে গিয়ে কাজ করবে এবং নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নই মূল লক্ষ্য হবে।সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভট্টাচার্য বলেন, “রাজ্য সরকার নিজের মতো করে কাজ করবে। দলের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক থাকবে শুধুমাত্র নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। এটি কোনও বিজেপি সরকার নয়, এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার হবে।”

তিনি আরও জানান, নতুন প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে দলীয় হস্তক্ষেপ সীমিত থাকবে।অন্যদিকে, একই দিনে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির রাজ্য সদর দফতর সল্টলেকের বৈঠকে অংশ নেন এবং পরে রাজ্য সচিবালয় নবান্ন-এ যান। সেখানে তিনি নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক পরিচালনা করেন বলে জানা যায়। সূত্র অনুযায়ী, এরপর তিনি রাজ্যের শীর্ষ আমলা ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক প্রশাসনিক বৈঠক করেন। প্রশাসনিক কাজ আপাতত নবান্ন থেকেই চলবে এবং পরে তা স্থানান্তরিত হতে পারে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ।ভট্টাচার্য দাবি করেন, নতুন সরকার সমষ্টিগত নেতৃত্বে চলবে এবং পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার মতো একক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গভীর মানসিক চাপেও তুঙ্গে থাকবে পজিটিভিটি

স্ট্রেস আজকাল মনানুষের জীবনে খুবই সাধারণ এতটি ব্যাপার। কাজের চাপ, সামাজিক নানা চাপ, মানসিক চাপ সব কিছু নিয়েই সারাক্ষণ মনের মধ্যে কিছু না কিছু চলতেই থাকে। মানসিক চাপ আমাদের শরীরের উপর বেশ প্রভাব পড়ে। অতিরিক্ত চাপের মধ্যে থাকলে ক্লান্তি, পেশীতে ব্যথা, বুকে ব্যথা, খেতে ইচ্ছে না করা, রাগ, বিরক্তি, অশান্তি একসঙ্গে অনেক কিছু চলতে থাকে মনের মধ্যে।

মানসিক চাপ একদিকে যেমন অস্থির করে তোলে তেমনই অসুস্থও করে দেয়। মানসিক চাপ এড়ানোর উপায় কি? এই চাপ এড়াতে প্রথমেই নজর দিতে হবে রোজের খাবারে। রোজকার খাবারে যদি পুষ্টি না থাকে, ক্যালোরি-কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে তাহলে সমস্যা আরও বাড়বে,কমবে না। আর তাই পুষ্টিবিদ লভনীত বাত্রা দিয়েছেন বিশেষ কিছু টিপস। এই মেনে খাবার খেলে শরীরে অনেক রকম সমস্যার খুব সহজ সমাধান হয়ে যায়। স্ট্রেস এবং উদ্বেগ দূরে রাখতেও তা কিন্তু খুবই সাহায্য করে।

আর তাই প্রথমেই তালিকাতে রাখুন ভিটামিন বি। ছোলা এবং শাক-সবজির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন বি। যা আমাদের শরীরে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শরীরে ভিটামিন বি এর চাহিদা মেটাতে অবশ্যই রাখুন তালিকায়। এছাড়াও রোজ গাজর খেতে পারলেও খুবই ভাল।

কাঁচা শাকসবজি শরীরের জন্য ভাল হলেও তা কাঁচা না খাওয়াই ভাল। সামান্য ভাপিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করুন। এছাড়াও সবুজ শাকসবজি অবশ্যই নিয়ম করে রাখবেন ডায়েটে। রোজ শাক-সবজি খেলে স্ট্রেস তো দূরে থাকেই সেই সঙ্গে শরীরে ম্যাগনেশিয়ামের চাহিদাও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এছাড়াও ভিটামিন সি রাখতে ভুলবেন না তালিকায়। স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমাতে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে নিয়ম করে ভিটামিন সি খেতেই হবে।

সব সময় চেষ্টা করুন হালা খাবার খেতে সেই সঙ্গে বাড়ির বানানো খাবার খান। বাড়িতেও বেশি তেল-মশলা দিয়ে রান্না করবেন না। সামান্য ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, তরকারি এসবই খান। এর মধ্যে থাকে সেরোটোনিন হরমোন। যা খাবারের লোভ কমায় এবং ভাল ঘুম হতে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে নিয়ম করে ভিটামিন ই সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। ভিটামিন ই মানসিক চাপ কম রাখতে চেষ্টা করে। জটিল কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে ভিটামিন ই বেশি থাকে। আর তা মস্তিষ্কে সেরোটোনিন তৈরি করতে সাহায্য করে।

স্বাদ বদল করতে বাড়িতেই বানিয়ে নিন রেস্তোরাঁর মতো লাহোড়ি চিকেন

চিকেন খেতে কমবেশি ছোট থেকে বড় সকলেই ভালবাসেন। চিকেন বিরিয়ানি থেকে স্যুপ সবই পছন্দের তালিকার উপরের দিকেই থাকে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে চিকেনের অনেক পদই আমরা ট্রাই করে থাকি। এমনই একটা পদ হল চিকেন লাহোড়ি । লালা-লাল মশলাদার এই পদ জিভে জল এনে দেয়।

নান, বা পরোটা জাতীয় খাবারের সঙ্গে এর যুগলবন্দি মুখে হাসি ফোটাতে বাধ্য। এছাড়া বিরিয়ানি কিংবা রাইস জাতীয় খাবারের সঙ্গেই দারুণ খেতে লাগে এই পদ। তবে এই পদের স্বাদ গ্রহণ করতে হলে রেস্তোরাঁতেই যেতে হবে এমনটা কিন্তু নয়। বাড়িতে খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারেন চিকেন লাহোড়ি। কীভাবে বানাবেন ভাবছেন তো? চিন্তা নেই। রইল রেসিপি উপকরণ: চিকেন ১ টা গোটা পেঁয়াজ, ১ টেবিল চামচ আদা কুঁচি, ৩ টে রসুনের টুকরো ,গোটা গোলমরিচ ও গুঁড়ো, জিড়ে,গুঁড়ো, লবঙ্গ, দারুচিনি,শুকনো লঙ্কা,১ কাপ টকদই,১ কাপ টমেটো,পিউরি, ধনেপাতা,তেজপাতা,পরিমাণ মতো নুন,হলুদ,চিকেন স্টক স্টেপ ১- প্রথমেই কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো লাল- লাল করে ভেজে নিন। যতক্ষণ না লাল রঙ হচ্ছে ভাজতে থাকুন।

স্টেপ ২- পেঁয়াজ ভাজা-ভাজা হয়ে আসলে তাতে আদা-রসুন বাটা যোগ করে একটু নেড়ে নিতে হবে। এবার তাতে গোলমরিচ গুঁড়ো, দারুচিনি, লবঙ্গ, টমেটো পিউরি, দই যোগ করুন। হলুদ দিন। স্বাদমতো নুন ও শুকনো লঙ্কা যোগ করুন। এবার ভাল করে মিশ্রণটি কষিয়ে নিন। স্টেপ ৩- মিশ্রণটি মাঝারি আঁচে খুব ভাল করে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে তাতে চিকেন স্টক ও তেজপাতা যোগ করুন। এবার ঢাকা দিয়ে আঁচ কমিয়ে ফুটতে দিন। ঢাকা খুলে দেখে নিন মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলেতই তৈরি আপনার চিকেন লাহোড়ি। রঙের জন্য নামানোর আগে অল্প পরিমাণে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো যোগ করুন। ডিনারে পরোটা কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন। যদি লাঞ্চে খেতে চান তবে রুটির পরিবর্তে জিরা রাইস কিংবা সাদা ভাতের সঙ্গেও খেতে পারেন। মন্দ লাগবে না।

সুস্থ দাঁতের জন্য টুথব্রাশ পরিবর্তন করা জরুরি

দাঁতের যত্নে দামি টুথপেস্ট থেকে শুরু করে আয়ুর্বেদিক টুথপেস্টও ব্যবহার করে থাকি আমরা। কারণ দাঁত ভালো রাখাতে নিয়মিত ব্রাশ করা খুবই জরুরি। তবে একটানা একই ব্রাশ ব্যবহার করাও যে দাঁতের জন্য ক্ষতিকর এটা অনেকে হয়তো জানেই না। তাই অধিকাংশ মানুষ টুথব্রাশ খারাপ না হওয়া পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করতেই থাকেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুস্থ দাঁতের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত ৩ থেকে ৪ মাস পর পর টুথব্রাশ পরিবর্তন করা। আর যদি টুথব্রাশটি এরই মধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দ্রুতই তা পরিবর্তন করা উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের পরিবারে কারো কোনো ধরনের দাঁতের সমস্যা বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে তাদের ১ থেকে ২ মাস পর পরই টুথব্রাশ পরিবর্তন করা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন একই টুথব্রাশ ব্যবহারের কারণে দাঁত ও মুখের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- ব্রিসলসের দুর্বলতা: টুথব্রাশের ব্রিসলস দাঁত পরিষ্কার করতে এবং জীবাণু দূর করতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে ব্রিসলসে ভঙ্গুরতা দেখা দিতে পারে। যার ফলে সেগুলি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি : একই ব্রাশ ব্যবহারে দাঁতে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক ইত্যাদি জন্মাতে পারে। এই জীবাণুর অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি মুখের মধ্যে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সংক্রমণের ঝুঁকি: দীর্ঘসময় ধরে একই টুথব্রাশ ব্যবহার করলে তাতে ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু বাড়তে পারে, যা দাঁত ও মাড়ির সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় টুথব্রাশের যত্ন নেবেন যেভাবে যেভাবে আপনি ব্যক্তিগত পণ্য বা স্বাস্থ্যবিধি সরঞ্জামের যত্ন নেন সেভাবে টুথব্রাশের যত্ন নিন টুথব্রাশ অন্য কারো সঙ্গে এমনকি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও শেয়ার করবেন না। যদি আপনার টুথব্রাশ অন্য টুথব্রাশের সঙ্গে একটি কাপে বা পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে যাতে একটির সঙ্গে অন্যটির মাথা স্পর্শ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন ব্রাশ করার পরে, টুথব্রাশটি কলের জল দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে রাখুন। এতে জীবাণুনাশক, মাউথওয়াশ বা গরম জল ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই ।টুথব্রাশ পরিষ্কার রাখার জন্য বিশেষ বন্ধ পাত্র ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। এতে ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে। ভুল করে কেউ আপনার ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলে সেটা ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। কারণ প্রত্যেকের মুখেই আলাদা ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে। ব্রাশের মাধ্যমে সেটা আপনার মুখেও ছড়িয়ে যেতে পারে।

চুল পড়া কমবে স্মুদির গুণে

চুল পড়া আজকের দিনে খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই সমস্যায় জর্জরিত। নামীদামী শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ছাড়াও চুলের যত্নে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ব্যবহার করেও মনের মতো ফলাফল মিলছে না। চুল ঝরে পড়া থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই চুল ছোটো করে কেটে রাখেন। সে ক্ষেত্রে চুল ঠিক মতো বাড়তেও পারে না।

পুষ্টিবিদদের মতে, চুলের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে শুধু বাইরে থেকে পরিচর্যা করলেই হবে না। যত্ন নিতে হবে ভিতর থেকেও। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া পানীয়ের উপর ভরসা রাখতে পারেন। চুলের যত্নে অত্যন্ত উপকারী এক স্মুদির রেসিপি আপনাদের বলব। এই স্মুদিতে থাকা সব উপকরণই চুল, স্ক্যাল্প সুস্থ রাখতে সাহায্য করে, চুল পড়া কমায় এবং চুলের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি ঘটায়।

চিয়া বীজ

চিয়া বীজে থাকে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। চুলের বৃদ্ধিতে এবং চুলের ফাটা কমাতে সাহায্য করে এই বীজ। সেই সঙ্গে চিয়া বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক রয়েছে, যা চুল পড়া আটকায়।

ফ্ল্যাক্সসিড ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং লিগন্যান সমৃদ্ধ ফ্ল্যাক্সসিড চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায়, চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, চুল পড়া কমায় এবং স্ক্যাল্পের প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে।

সূর্যমুখী বীজ

ভিটামিন ই সমৃদ্ধ সূর্যমুখী চুলের নানা সমস্যা দূরে রাখে। ভিটামিন ই মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

কুমড়ো বীজ

কুমড়োর বীজে রয়েছে জিঙ্ক, যা চুল ও মাথার ত্বক সুস্থ রাখে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কুমড়ো বীজে থাকা আয়রনও চুলের জন্য খুব উপকারী।

মাখানা

মাখানায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি, প্রোটিন, আয়রন এবং জিঙ্ক রয়েছে। এই সবই স্বাস্থ্যকর স্ক্যাল্প ও চুলের জন্য খুব প্রয়োজনীয়।

আমন্ড ও খেজুর আমন্ড বায়োটিনের উত। চুল ও স্ক্যাল্প সুস্থ রাখার জন্য বায়োটিন অপরিহার্য। আর, খেজুরে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং ভিটামিন সি রয়েছে, যা রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

স্মুদি তৈরির পদ্ধতি ২ টেবিল চামচ চিয়া বীজ, ২ টেবিল চামচ ফ্ল্যাক্সসিড, ২ টেবিল চামচ সূর্যমুখী বীজ, ২ টেবিল চামচ কুমড়ো বীজ, ২ টেবিল চামচ মাখানা, ২টো খেজুর আর এক মুঠো ভেজানো আমন্ড। সব ধরনের বীজ শুকনো খোলায় ভেজে নিন কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা করে মিক্সিতে পাউডার বানিয়ে নিন। এবার ব্লেন্ডারে বীজের গুঁড়ো, খেজুর, এক মুঠো আমন্ড আর পরিমাণমতো জল দিয়ে ভাল ভাবে পেস্ট করে নিন। মসৃণ এবং ক্রিমি পেস্ট তৈরি করুন। প্রয়োজনে আরও জল মেশান। খেজুরের বীজটা বার করে দেবেন।

ক্যান্সার নিরাময়ের পরেও শরীরের যত্ন নিন

“ক্যান্সার”, শব্দটি শুনলেই যেন ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে। থমকে যায় সময়ের কাঁটা। বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম কারণ এই রোগ। তাই “মারণরোগ” বলেই পরিচিত ক্যান্সার। প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার সহজে ধরা পড়ে না, ফলে শেষ পর্যায়ে গিয়ে রোগীকে ভাল কোনও চিকিতা দেওয়াও বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে।

বাস্তবিক অর্থে, এখনও পর্যন্ত ক্যান্সারের চিকিতায় পুরোপুরি কার্যকর কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। তবে ক্যান্সার মানেই মৃত্যুভয় নয়। চিকিৎসকদের মতে, প্রথম দিকে ধরা পড়লে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠা সম্ভব। কিন্তু ক্যান্সার নিরাময়ের পরও আবার তা ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে। তাই খুব সাবধানে থাকা উচিত। ক্যান্সার সার্ভাইভাররা নিজেদের সুস্থ-সবল রাখতে কী কী নিয়ম মেনে চলবেন, জেনে নিন।

স্বাস্থ্যকর খাবার খান

ফলমূল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য রোজকার ডায়েটে রাখুন। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার খান। স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম আছে, এ রকম প্রোটিন জাতীয় খাবার খান। জাঙ্ক ফুড, চিনি ও লবণযুক্ত খাবার, প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলাই ভাল। স্বাস্থ্যকর খাবার শরীরের এনার্জি বাড়ায়, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং সামগ্রিকভাবে সুস্থ থাকতেও সাহায্য করে।

মদ্যপান ও ধূমপান ত্যাগ করুন

মদ্যপান ও ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা অবশ্যই ত্যাগ করুন। ধূমপান বা তামাক সেবন বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। মদ্যপান বা অ্যালকোহলও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। পাশাপাশি অনিদ্রা, উদ্বেগ, অবসাদের মতো নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তাই সবেমাত্র ক্যান্সার থেকে সেরে উঠলে এই সব অভ্যাসগুলি অবিলম্বে ত্যাগ করুন।

অ্যাক্টিভ থাকুন

ক্যান্সারের চিকিৎসার পর নিয়মিত শরীরচর্চা, ব্যায়াম, হাঁটাচলা, মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে মেজাজ ভাল থাকে, উদ্বেগ ও অবসাদ কমে। ব্যথা-যন্ত্রণা, ক্লান্তি এবং ডায়রিয়ার মতো শারীরিক সমস্যাগুলিও দূরে রাখে। পাশাপাশি ক্যান্সার ফিরে আসার সম্ভাবনা কমায় এবং আয়ু বাড়াতে পারে। তবে এক্সারসাইজ করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ভাল ঘুম প্রতি রাতে ভাল ঘুম হওয়া আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট থাকতে সাহায্য করে। ঘুমের অভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায় এবং ওজনও বাড়তে পারে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যান এবং সময়মতো ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করুন। ঘুমানোর সময় সমস্ত ইলেকট্রনিক গ্যাজেট দূরে রাখুন। শোওয়ার আগে ক্যাফেইন এবং নিকোটিন সেবন করবেন না।

স্ট্রেস মুক্ত থাকার চেষ্টা করুন

ক্যান্সার একজন ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। চিকিৎসা-পরবর্তী সময়ে মানসিক ভাবে সুস্থ থাকার জন্য স্ট্রেস মুক্ত থাকার চেষ্টা করুন। এমন কিছু করুন যাতে আপনি বিষণ্ণতা, উদ্বেগ ও অবসাদ মুক্ত থাকবেন। যদিও এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করলেই ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা বাড়ে। তবে মানসিক চাপ কমলে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

হালুয়া রাঁধতে গিয়ে বেশি চিনি পড়ে গিয়েছে

আপনি যত ভাল রাঁধুনি হন না কেন, খাবারের স্বাদ নির্ভর করছে ফ্লেভারের ব্যালেন্সের উপর। নুন, ঝাল, মিষ্টি সব যদি ঠিকঠাক পরিমাণে থাকে, তখনই খাবারে স্বাদে আসে। অন্যথায়, কখনওই স্বাদ আসে না খাবারের। কিন্তু সবাই যে রান্নায় পটু হবে, এমনটা নয়। রান্না হল এক ধরনের শিল্প। তাই এই শিল্পে সবার হাত পাকা হয় না।

অনেক সময় রান্নায় বেশি ঝাল পড়ে যায়, আবার কখনও নুন কম হয়। একইভাবে, অনেক সময় রান্নায় বেশি চিনি পড়ে যায়। যে কোনও পদে চিনির মাত্রা বেশি হয়ে গেলে, তা খেতে মোটেও ভাল লাগে না। তাই এমন টিপস ও ট্রিকস জেনে রাখা দরকার, যা আপনার খাবারে অতিরিক্ত মিষ্টি স্বাদকে ঠিক করে দিতে পারে।

ডেজার্টের ক্ষেত্রে সবসময় চেষ্টা করুন চিনির বদলে অন্য কোনও মিষ্টি উপাদান ব্যবহার করার। ম্যাপেল সিরাপ, মধুর মতো উপাদান খাবারে মিষ্টি স্বাদ এনে দেবে। পাশাপাশি এটি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কিন্তু যখন খাবার অতিরিক্ত মিষ্টি হয়ে যায়, তখন কী করবেন? রইল টিপস।

১) খাবারে বেশি চিনি পড়ে গিয়েছে বলে, অনেকেই নুন বা নোনতা জিনিস দিয়ে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করেন। এতে খাবারের স্বাদ আরও বদলে যেতে পারে। মিষ্টি স্বাদ কমাতে নুন মেশাবেন না। এতে খাবারের মিষ্টি স্বাদ মোটেও কমে না। তাই এই টোটকা এড়িয়ে চলুন।

২) যখনই খাবারে মিষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাবে, এতে টক যোগ করুন। খাবারে পাতিলেবুর রস বা কমলালেবুর রস মিশিয়ে দিন। এতে আপনার মিষ্টি স্বাদ ব্যালেন্স হয়ে যাবে। ৩) লেবুর রস না থাকলে আপনি অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার, হোয়াইট ওয়াইন ভিনেগার, রেড ওয়াইন ভিনেগার বা রাইস ভিনিগারও ব্যবহার করতে পারেন। ভিনিগারের টক স্বাদ আপনার খাবারের মিষ্টি স্বাদকে ব্যালেন্স করে দেবে। ৪) শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, তেঁতো খাবার আপনার রান্নায় মিষ্টি স্বাদ কমিয়ে দিতে পারে। হাত ফসকে বেশি চিনি পড়ে গেলে, সেই রান্নায় মিশিয়ে দিন তেঁতো স্বাদের উপাদান। তা বলে, উচ্ছে-করলা নয়। মিশিয়ে দিন কোকো পাউডার। ডেজার্টে কোকো পাউডার মেশালে যেমন খাবারে স্বাদ আসবে, তেমনই মিষ্টিভাব কমে যাবে। এক চিমটে কোকো পাউডার মেশালেই আপনার রান্নায় মিষ্টির পরিমাণ কমে যাবে। ৫) কোনও তরকারি বা স্যুপে মিষ্টির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে, সেখানে কাজে আসতে পারে ঝাল। রান্নায় ঝালের পরিমাণ বেড়ে গেলে নিজে থেকেই কমে যাবে মিষ্টি স্বাদ। কাঁচা লঙ্কার কুচি, শুকনো লঙ্কা, চিলি ফ্লেক্স ইত্যাদি মিশিয়ে দিতে পারেন রান্নায়।

৬) তরকারি রান্নার ক্ষেত্রে কিন্তু ভুলেও টমেটো সস ব্যবহার করবেন না। এতে আপনার পদটি আরও মিষ্টি মনে হতে পারে। তার বদলে তরকারিতে আপনি আলু বা টমেটো মেশাতে পারেন। ব্যালেন্স হয়ে যাবে স্বাদ।

এই গরমে হিট স্ট্রোক থেকে যেভাবে বাঁচবেন

এই গরমে ছোট থেকে বড় সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এতে পাল্লা দিয়ে হিট স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ সময় সুস্থ থাকতে প্রচুর পরিমানে জল পান করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গরমে বেশিরভাগ শারীরিক সমস্যাগুলোই জলের অভাবে সৃষ্টি হয়।

তাই দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল অবশ্যই পান করতে হবে। আর যারা বাইরে কাজ করেন তাদের উচিত আরও বেশি পরিমাণে জল পান করা।শরীর ঠান্ডা করতে এ সময় আইস ওয়াটার বা ঠান্ডা জল দিয়ে বারবার শরীর ধোওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। প্রবল গরমে শরীরের তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। এ সমস্যা কাটানোর একমাত্র উপায় হলো স্নান করা।তাই সময় পেলেই স্নান করে নিন।

তবে খেয়াল রাখবেন, অতিরিক্তি কোনও জিনিষ শরীরের পক্ষে ভালো নয়। গরমে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। এ সমস্যাটিরও মূল কারণ হলো শরীরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া। হিট স্ট্রোকের উপসর্গ আগে থেকে বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

হিট স্ট্রোক হলে শরীরে তাপমাত্রার ভারসাম্য থাকে না। আর ঘাম হয় ঘাম না হওয়ায় শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৩-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। তবে হিট স্ট্রোক হলে তা থেকে মস্তিষ্ক, কিডনি, হৃদযন্ত্রে প্রভাব পড়তে পারে। এক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

গরমে মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরার মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরার মতো উপসর্গও দেখা যেতে পারে। এমন সমস্যা হলে দ্রুত রোগীকে চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে

নিয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে রোগীকে ঠান্ডা জলে স্নান বা ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাইরে না বের হওয়াই ভালো।

বের হলেও সঙ্গে ছাতা বা টুপি অবশ্যই রাখুন। প্রয়োজনে দ্রুত কাজ সেরে ঠান্ডা স্থানে থাকুন। এ সমস্যা এড়াতে বেশি করে খেতে হবে, প্রয়োজনে লবণ পানি বা স্যালাইন পান করতে পারে। ছায়া বা ঠান্ডা জায়গায় থাকতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম হলে বমি হওয়া, মাথাব্যথা ও দুর্বলতা থাকলে ধরে নিতে হবে “হিট এগরশন”এ আক্রান্ত হয়েছেন। এ ধরনের অসুস্থতা বোধ করলে পোশাক ঢিলে করে দিতে হবে।

আপনার মেকআপই ব্রণর জন্য দায়ী নয় তো?

মুখে যদি ব্রণ হয়, তাহলে সাবধান হওয়া জরুরি। স্কিন কেয়ার থেকে শুরু করে লাইফস্টাইল, সব দিকে সমান নজর দিতে হবে। এমনকী ঘন ঘন মেকআপ করলেও সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর যদি আপনার মেকআপ করার জন্য ব্রণর সমস্যা বাড়ে, তাহলে একটু নড়েচড়ে বসা দরকার। এমন মহিলার সঙ্গেই ঘটে থাকে, যেখানে মেকআপ করার পরদিনই মুখে ব্রণর উৎপাত শুরু হয়।

নরম্যাল স্কিন হওয়া সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটে। এমন বেশ কিছু কসমেটিক রয়েছে যা ব্রণর জন্য দায়ী। এই ধরনের সমস্যাকে বলা হয় অ্যাকনি কসমেটিকা।

অ্যাকনি কসমেটিকা হল এমন একটি অবস্থা, যেখানে মেকআপ ব্যবহারের পরই মুখে ব্রণ দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্রণ গালে, থুতনিতে বা কপালে দেখা যায়। সাধারণত মেকআপের জন্য যে ব্রণ বেরোয় তার মুখগুলো সাদা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ফুসকুড়িও বেরোয়। অনেক সময় ঠোঁটের উপরও ব্রণ বা ফুসকুড়ি বেরোতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বুঝবেন আপনার লিপ বাম বা লিপস্টিকই দায়ী।

আপনার যে কসমেটিকে সমস্যা রয়েছে, তা বুঝতে হয়তো সময় লাগতে পারে। মুখে মেকআপ করার পরই যে হঠাতকরে ব্রণর উদয় হবে, এমন নয়। মেকআপের কারণে ব্রণ হতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মাসও কেটে যায়। এই কারণে মেকআপ ও ব্রণর মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা বুঝতে অনেক সময় লেগে যায়। যদি মেকআপের কারণে আপনার ব্রণর সমস্যা হয়, তাহলে সাধারণ কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে।

১) মেকআপ পণ্যের উপর নজর দিন। ত্বকের জন্য সঠিক মেকআপ পণ্য বেছে নিন। মেকআপ কেনার আগে লেবেল পড়ে নিন। একই উপায় কাজে লাগান ত্বক ও চুলের প্রসাধনী পণ্য কেনার সময়।

২) হালকা মেকআপ করুন। মুখে খুব বেশি মেকআপ করবেন না। পাশাপাশি ধীরে-ধীরে মেকআপ লাগাবেন। ত্বকের উপর খুব বেশি চাপ দেবেন না।

৩) নিয়মিত মেকআপ ব্রাশ, ব্লেন্ডার ও স্পঞ্জ পরিষ্কার করুন। এই সব পণ্যের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা ব্রণর সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রতি সপ্তাহে এগুলো পরিষ্কার করুন।

৪) দিনের শেষ অবশ্যই মেকআপ তুলে ঘুমোতে যাবেন। প্রথমে মেকআপ রিমুভার বা নারকেল তেল দিয়ে মেকআপ তুলে ফেলুন। তারপর ফোমিং ফেসওয়াশের সাহায্যে মুখ ধুয়ে নিন। এরপরও রোমকূপে মেকআপ জমে থাকে। তাই পুনরায় ক্লিনজার ব্যবহার করে মুখ ধুয়ে নেবেন।

৫) ব্রণ হলে নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করুন এবং ত্বক ময়েশ্চারাইজ করুন। যদি ব্রণর সমস্যা না কমে তাহলে চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রতিবেশী দেশকে অস্থিতিশীল করতে পাকিস্তানি সেনার মদতেই জঙ্গিবাদ: সিন্ধি নেতা শফি বুরফত

বার্লিন, ১১ মে (আইএএনএস): পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরেই ধর্মীয় উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে বলে অভিযোগ তুললেনশফি বুরফত, যিনি জিয় সিন্ধ মুত্তাহিদা মাহাজ-এর চেয়ারম্যান। তাঁর দাবি, পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শিক ও সামাজিক কাঠামোর উপর সেনাবাহিনীর আধিপত্য দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র, আঞ্চলিক শান্তি ও দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি।

সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ পোস্ট করে শফি বুরফত বলেন, “নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বারবার ক্ষমতাচ্যুত করা, রাজনৈতিক নেতাদের ফাঁসি দেওয়া, বিরোধী কণ্ঠকে কারাবন্দি বা নির্বাসিত করা এবং অনির্বাচিত পুতুল সরকার বসানোর মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বরাবরই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, সেনাবাহিনী দেশের রাজনীতি, সংবাদমাধ্যম, বিচারব্যবস্থা এবং অর্থনীতির বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তাঁর মতে, সামরিক শাসকেরা নিজেদের ‘বিজয়ী নায়ক’ হিসেবে তুলে ধরতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, যুদ্ধংদেহী ভাষণ ও অতিরঞ্জিত শক্তিপ্রদর্শনের আশ্রয় নিয়েছে।

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সমালোচনা করে বুরফত বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলির বিরুদ্ধে তাঁর “আবেগপ্রবণ উগ্র জাতীয়তাবাদী স্লোগান, পারমাণবিক হুমকি ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য” কোনও দায়িত্বশীল সামরিক নেতৃত্বের পরিচয় নয়।

সিন্ধি এই নেতা দাবি করেন, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে “ভয়, কৃত্রিম ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, স্থায়ী সংঘাত ও আদর্শগত প্রভাব” ব্যবহার করে সেনাশাসিত কাঠামো টিকিয়ে রেখেছে। তাঁর বক্তব্য, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত, ভোটে কারচুপি এবং বিরোধী মত দমনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করেছে।

বুরফতের অভিযোগ, সেনাবাহিনী সরকারি ও বিচারব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করে, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের ভয় দেখায় এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের কারাবন্দি করে রাখে। পাশাপাশি “অনুগত রাজনৈতিক গোষ্ঠী” ও নিয়ন্ত্রিত অসামরিক সরকারের মাধ্যমে পরোক্ষ শাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, “পাকিস্তানের সাংবাদিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী এবং জাতীয় অধিকারের দাবিদাররা সেনা ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার চাপে সেন্সরশিপ, কারাবাস, গুম, নির্যাতন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হচ্ছেন।”

শফি বুরফত আরও দাবি করেন, পাকিস্তানের সামরিক প্রতিষ্ঠান শুধু জঙ্গি ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে মদতই দেয়নি, বরং প্রতিবেশী দেশগুলিকে অস্থিতিশীল করার হাতিয়ার হিসেবেও তাদের ব্যবহার করেছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির কাছে তিনি আবেদন জানান, পাকিস্তানি সামরিক নেতৃত্বের “দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য, বিদ্বেষমূলক ভাষা ও বিপজ্জনক উদ্দেশ্য” সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে নজর দেওয়ার জন্য।

একই সঙ্গে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে “অবদমিত ঐতিহাসিক জাতিসত্তাগুলির” মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরিচয় সঙ্কটের বিষয়টিও আন্তর্জাতিক মহলের সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান তিনি।

চন্দ্রনাথ রথ খুনকাণ্ডে উত্তরপ্রদেশে গ্রেফতার ৩ শার্পশুটার, আজ বারাসত আদালতে পেশ

কলকাতা, ১১ মে (আইএএনএস) : চন্দ্রনাথ রথ খুনকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া তিন শার্পশুটারকে সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত জেলা আদালতে পেশ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল উত্তরপ্রদেশ থেকে তাদের গ্রেফতার করেছে।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সহকারী চন্দ্রনাথ রথকে গত ৬ মে বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে আদালতে।

তবে তদন্তের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত ধৃত তিন শার্পশুটারের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। উত্তরপ্রদেশের ঠিক কোন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, সে বিষয়েও মুখে কুলুপ এঁটেছে তদন্তকারী দল।

সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাতে গোপনে ধৃতদের কলকাতায় আনা হয় এবং দক্ষিণ কলকাতার ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা রাত ধরেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালান তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের মাত্র দু’দিন পর, অর্থাৎ ৬ মে রাতে খুন হন চন্দ্রনাথ রথ। সেদিন উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে একটি দলীয় কর্মসূচি সেরে বাড়ি ফেরার পথে তার গাড়ির পথ আটকায় একটি চারচাকা গাড়ি।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রথের গাড়ি থামতেই দীর্ঘক্ষণ ধরে পিছু নেওয়া দুটি মোটরবাইকের একটি গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়। এরপর বাইক আরোহী দুষ্কৃতী খুব কাছ থেকে পরপর ১০ রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথ রথের। গুরুতর জখম হন তার চালক বুদ্ধদেব বেরা। যদিও বর্তমানে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে জানা গিয়েছে।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, হামলায় ব্যবহৃত চারচাকা গাড়ি ও দুটি মোটরবাইকের নম্বরপ্লেট ছিল ভুয়ো।

এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারীর দাবি করেছিলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে ভবানীপুর কেন্দ্রে ১৫ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করা ব্যক্তির সহকারী না হলে চন্দ্রনাথ রথকে প্রাণ দিতে হত না।

মোদির মিতব্যয়িতার বার্তা ঘিরে রাজনৈতিক তরজা, বিরোধীদের কটাক্ষে সরব মহারাষ্ট্র

মুম্বই, ১১ মে (আইএএনএস) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র মিতব্যয়িতা ও অর্থনৈতিক সংযমের আহ্বানকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক।

সোমবার বিরোধী দলগুলি কটাক্ষ করে দাবি করেছে, “নির্বাচন শেষ হতেই হঠাৎ ত্যাগের কথা মনে পড়েছে।”

বিরোধীদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী যে সংযমের বার্তা দিয়েছেন, তা আগে কেন্দ্র সরকার ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই কার্যকর করা হোক।

কংগ্রেস বিধায়ক দলনেতা বলেন, “পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন চলাকালীন যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়েছিল সরকার। ভোট শেষ হতেই এখন সাধারণ মানুষকে ত্যাগ স্বীকারের কথা বলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শুধু পরামর্শ দেন, কিন্তু তার বোঝা বহন করতে হয় সাধারণ মানুষকেই।”

তিনি আরও বলেন, “২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়ও ভারত স্থিতিশীল ছিল। অথচ এখন সুপারপাওয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকেই বলা হচ্ছে পেট্রোল কম ব্যবহার করতে, ডিজেল বাঁচাতে, সোনা না কিনতে, রান্নার তেল কম খরচ করতে। ২০১৪ সালে ‘অচ্ছে দিন’-এর স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষমতায় এসে আজ দেশের মানুষকেই কষ্ট সহ্য করতে বলা হচ্ছে।”

এনসিপি (শরদ পওয়ার গোষ্ঠী)-র বিধায়ক রোহিত পাওয়ার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান যুক্তিযুক্ত হতে পারে, তবে প্রথমে কেন্দ্র ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

তার কটাক্ষ, “নির্বাচনে জলের মতো টাকা খরচ, বড় ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগসাজশ, দুর্নীতি, অযথা বিলাসিতা, দীর্ঘ গাড়ির বহর কিংবা বিদেশ সফরের নামে অপচয় আগে বন্ধ করা হোক। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র সরকারকেই আগে এই বার্তা দেওয়া উচিত।”

তিনি আরও দাবি করেন, সব রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিদেশনীতি গড়ে তুললে দেশ সমস্যায় পড়ত না। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, “নির্বাচন শেষ হতেই কি পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী?”

প্রাক্তন শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, “মন্ত্রী-নেতাদের দীর্ঘ গাড়ির বহরে নিষেধাজ্ঞা জারি হোক। এক বছরের জন্য বড় নির্বাচনী সভা বন্ধ করা হোক। জাঁকজমকপূর্ণ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানও বন্ধ করে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’-এর বদলে ‘ওয়াচ ফ্রম হোম’ চালু করা হোক।”

মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রশ্ন তোলেন, “সব ত্যাগ কি শুধুই সাধারণ মানুষ করবে আর প্রধানমন্ত্রী শুধু ক্যামেরার সামনে বক্তৃতা দেবেন?”

তিনি অভিযোগ করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন বিজেপি শুধুমাত্র নির্বাচন, প্রচার, ধর্মীয় মেরুকরণ ও বিভাজনের রাজনীতিতে ব্যস্ত ছিল।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পক্ষে সওয়াল করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের মধ্যে ভারতকে তাৎক্ষণিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে কেন্দ্র।

তার কথায়, “পড়শি দেশগুলি ইতিমধ্যেই তেল ও গ্যাসের ঘাটতি এবং মূল্যবৃদ্ধির মুখোমুখি। আমরা যদি এখনই সতর্ক না হই এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার না করি, তাহলে ভবিষ্যতে আমরাও সমস্যায় পড়তে পারি।”

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T- No: 02/Div-II/AMC/2026-27 Dated: 08/05/2026

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.02/Div-II/ AMC/2026-27	13,59,292.00	27,186.00	120 Days

Last date and time for document downloading/bidding : 15/ 05/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
Division No-II
Agartala Municipal Corporation

দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref:GB Top GD Entry No-13, Dated:08/05/2026

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ (সিধা হরি জমাতিয়া , পিতা-অজ্ঞাত, সাং-ছেছুয়া, থানা-অম্পি জেলা-গোমতী) বয়স-৫৫ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। গায়ের রং- শ্যামলা, মুখমন্ডল-গোলাকার এবং চুলের রং-সাদা ও কালো। গত ০৬-০৫-২০২৬ইং রাত ৮টা ৪০ মিনিটে অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং গত ০৮-০৫-২০২৬ইং সকাল ৯টা ৫৩ মিনিটে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণের জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহের দাবি করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার(প. ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩। জিবি ফাঁড়ি থানা - ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-159/26

Sd/-
পুলিশ সুপার, পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 07/EE/E-CELL/ARDD/ 2026-27 Date: 08/05/2026.
Memo No : F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/24/188-195 Date: 08/05/2026.

Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD -7(Seven) upto 3.00 p.m on 21/05/2026 for DNIT : i) 13/EE/E-CELL/ARDD/2026-27, DNIT: ii) 14/EE/E-CELL/ARDD/2026-27, DNIT: iii) 15/EE/E- CELL/ARDD/ 2026-27,DNIT: iv)16/EE/E-CELL/ARDD/2026-27& DNIT: v)17/EE/E-CELL/ ARDD/ 2026-27 All details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.
N.B :- For details please Visit https://ardd.tripura.gov.in.

ICA/C-342/26

Executive Engineer
Engineering Cell, ARDD.
P.N. Complex, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-01/EE/RD/TLM-DIV/2026-27, dt.07.05.2026.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 16/05/ 2026 for 03(Three) Nos. Civil works For details visit website- https:/ /tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-337/26

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

মধুপুরে চন্দন যাত্রা উৎসব

আগরতলা।। প্রথমবারের মতো মধুপুরের ইতিহাসে শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্ট সেন্টারের উদ্যোগে চন্দন যাত্রার শেষ দিবসে মধুপুরের কুসুম সরোবরে শ্রীশ্রী রাধাগোপীনাথের এক দিব্য এবং ভব্য নৌ-বিহার উৎসব উদযাপিত হয়। অগণিত মধুপুর বাসীদের উপস্থিতিতে রবিবার বিকেলে এই অনুষ্ঠান এক আধ্যাত্মিক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি পরিক্রমায় ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন রকমারি প্রসাদ নিবেদন করা হয়। এই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা মধুপুরবাসীকে আরো কৌতুহলীত করে তোলে। সর্বশেষে উপস্থিত এলাকাবাসীর মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রথমবারের মতো এই মনোমুগ্ধকর আধ্যাত্মিক হৃদয় জুড়ানো ছোঁয়া পেয়ে মধুপুরবাসী আপ্লুত।

সোমনাথ অমৃত মহোৎসবে সূর্যকিরণের আকাশ কসরত

গির সোমনাথ, ১১ মে(আইএএনএস): সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ‘সোমনাথ অমৃত মহোৎসব’-এ নজরকাড়া আকাশ প্রদর্শনী করল ভারতীয় বিমান বাহিনী-এর সূর্য কিরণ অ্যারোবেটিক দল। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সোমবার এই বিশেষ এয়ার শো অনুষ্ঠিত হয় ।সোমনাথ মন্দির-এর আকাশে এবং আরব সাগরের উপকূল জুড়ে হক এমকে-১৩২যুদ্ধবিমান নিয়ে দৃষ্টিনন্দন ফরমেশন ও নিখুঁত কসরত প্রদর্শন করে সূর্যকিরণ দল। সোমনাথ হিন্দুদের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান ।এর আগে প্রধানমন্ত্রী মন্দিরে কুম্ভাভিষেক, ধ্বজ পূজা এবং মহাপূজায় অংশ নেন। এরপরই শুরু হয় আকাশ প্রদর্শনী ।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই বিশেষ প্রদর্শনীতে ছয়টি এমকে-১৩২ বিমান অংশ নেয়। অত্যন্ত কাছাকাছি দূরত্ব বজায় রেখে যুদ্ধবিমানগুলি একাধিক জটিল কসরত দেখায়। মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় ভিড় জমান হাজার হাজার দর্শক ।এয়ার শোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রঙিন স্মোক পডের ব্যবহার। নাসিকের ভারতীয় বায়ুসেনার বেস রিপেয়ার ডিপোতে তৈরি এই স্মোক পড থেকে গেরুয়া, সাদা ও সবুজ ধোঁয়ার রেখা বেরিয়ে আকাশে তৈরি করে ভারতের তেরঙার প্রতিচ্ছবি ।এছাড়াও চেতক হেলিকপ্টারহেলিকপ্টার থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে পুষ্পবৃষ্টিও করা হয় ।সূত্রের খবর, রবিবার মহড়ার সময়ও বিপুল সংখ্যক মানুষ সোমনাথে ভিড় করেছিলেন যুদ্ধবিমানগুলির কসরত দেখতে।

নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, গঙ্গানগর আইসিডিএস প্রজেক্টের অন্তর্গত নিম্নলিখিত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের জন্য অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং সহায়িকা নিয়োগ করা হবে। ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে আগামী ১৪/০৫/২০১৬ ইং হইতে ১৮/০৫/২০২৬ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা হইতে বেলা ৪ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে। অসম্পূর্ন আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখের পর কোন আবেদন পত্র গৃহীত হবেনা। শুধু মাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদের ২০/০৫/২০২৬ ইং তারিখে গঙ্গানগর আইসিডিএস প্রজেক্ট কার্য্যালয়ে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে স্বাক্ষাতকার (Interview) নেওয়া হবে।

ভাতা ভিত্তিক এই কাজের জন্য নির্বাচিত অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং সহায়িকাদের সরকারি প্রদত্ত অনুযায়ী যান্মানিক ভাতা প্রদান করা হবে।

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি ভিলেজ/ওয়ার্ড	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের নাম	শূন্যপদ	
১	গঙ্গানগর আর.ডি. ব্লক	কর্ম এডিসি ভিলেজ / ওয়ার্ড নং-৪	বাটা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী	
২	গঙ্গানগর আর.ডি. ব্লক	চাকমা এডিসি ভিলেজ / ওয়ার্ড নং-৪	চাকমাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা
৩	গঙ্গানগর আর.ডি. ব্লক	সিদ্ধা এডিসি ভিলেজ / ওয়ার্ড নং-১	সিদ্ধাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা
৪	গঙ্গানগর আর.ডি. ব্লক	কর্ম এডিসি ভিলেজ ওয়ার্ড নং-২	কর্মপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা

প্রার্থীর আবশ্যক যোগ্যতা :

১। প্রার্থীদের আবশ্যই বিবাহিত অথবা বিধবা হতে হবে।
২। প্রার্থীদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের / গ্রাম পঞ্চায়েত / এডিসি ভিলেজের স্থায়ী বসবাসকারী হতে হবে।
৩। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী আবেদনকারীদের নুন্যতম উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং অঙ্গন ওয়াড়ী সহায়িকা আবেদনকারীদের নুন্যতম অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ন হতে হবে।
৪। প্রার্থীদের বয়স ০৮/০৫/২০২৬ অনুযায়ী ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে (এসটি/এসসি ও দিব্যাঙ্গন প্রার্থীদের বয়সের ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিল যোগ্য)
৫। উক্ত পদের জন্য যারা আবেদন করবেন, তাদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার দিনে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে হবে এবং উপস্থিতি হওয়ার জন্য কোন প্রকার টিএ ডিএ প্রদান করা হবে না।
৬। সাক্ষাৎকার নেওয়ার দিনে প্রার্থীদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় অরিজিনাল ডকুমেন্ট সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

স্বা: মঙ্গলপদ হাল
সিডিপিও
গঙ্গানগর আইসিডিএস প্রজেক্ট
গঙ্গানগর, ধলাই, ত্রিপুরা।

ICA/D-158/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE(PWD)/BLN/2026-27 DATED, 06-05-2026

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES/ Railway upto 3.00 P.M. on 14-05-2026 for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time For Completion	Class of Bidder
1	DNIeT No.01/NIT/SE-III/ B/PWD(R&B)/2026-27	31,42,735.53	62,855.00	180(One hundred eighty) Days	Appropriate Class
2	DNIeT No.01/NIT/SE-III/ B/PWD(R&B)/2026-27	47,88,415.58	95,768.00	180(One hundred eighty) Days	

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 14-05-2026
- Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 14-05-2026
- Cost of Tender document: *.1,000/- only.
- Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
- For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.

ICA/C-346/26

(Er. Litan Debnath)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD (R&B)
Belonia, South Tripura

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, near Vidya Samiksha Kendra, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD on 08/05/2026

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Major Repair the School Building of PM SHRI Churaibari HS School under Kadamtala Block in North Tripura for the year 2023-24. PNIeT No: 09/EE/ENGG.CELL/DSE/ 2026-27. DNIeT No: 02/EE/ENGG.CELL/DSE/ 2026-27.	Rs. 4,50,000.00	Rs. 90000.00	60 Days	14/05/2026 Upto 15.00 Hrs	15/05/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 01 (one) unit Ramp with Handrail at PM SHRI Churaibari HS School under Kadamtala Block in North Tripura for the year 2023-24. PNIeT No: 10/EE/ENGG.CELL/DSE/ 2026-27. DNIeT No: 03/EE/ENGG.CELL/DSE/ 2026-27.	Rs. 4,50,000.00	Rs. 90000.00	30 Days	14/05/2026 Upto 15.00 Hrs	15/05/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2026-27/ 163-65 Dated, Agartala the 08/05/2026

ICA/C-331/26

(Er. Dhirendra Debbarma)
Executive Engineer, Engineering Cell.
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE-JRN/PWD/2026-27 Dated: 07-05-2026

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentag rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate cla registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES /Railway up to 3.00 P.M. on 14-05-2026 for the following work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time For Completion	Class of Bidder
1	DNIe-T No:69/R/DNIe-T/ SE-IV/PWD(R&B)/2025-26	84,51,550.00	1,69,031.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No:01/B/DNIe-T/ SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	37,94,699.00	75,894.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 07-05-2026 to 14-05-2026...
Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 14-05-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 14-05-2026 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 4,000 (Rupees Four Thousand) Only each, Non refundable (Sl No 1) &
Rs. 1,000(Rupees One Thousand) Only each, Non refundable (Sl No 2)
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-327/26

ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

তদন্ত চলাকালীন জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ সহযোগিতা করেননি: দিল্লি আদালতকে জানাল ইডি

নয়াদিল্লি, ১১ মে (আইএএনএস): কথিত প্রতারক সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যুক্ত ২০০ কোটি টাকার অর্থ পাচার মামলায় ‘অ্যাপ্রুভার’ (রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী) হওয়ার আবেদনটির সোমবার বিরোধিতা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দিল্লি আদালতকে তারা জানিয়েছে যে, তদন্ত চলাকালীন বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ আচরণ “সন্তোষজনক ছিল না” এবং তিনি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পাতিয়ালা হাউস আদালতে উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ পাচার বিরোধী সংস্থাটি দাবি করে যে, ‘প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট’ -এর ৫০ ধারার অধীনে রেকর্ড করা নিজের বয়ানগুলিতে জ্যাকলিন “সম্পূর্ণ ও সত্য তথ্য প্রকাশ” করেননি।

ইডি জানায়, তদন্ত চলাকালীন জ্যাকলিনের আচরণ সহযোগিতামূলক ছিল না; কারণ চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে কথিত অপরাধলব্ধ অর্থ বা আয়ের উৎস সম্পর্কে “সম্পূর্ণ ও সত্য তথ্য প্রকাশ করতে তিনি ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন”।

রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী হওয়ার জ্যাকলিনের আবেদনের বিরোধিতা করে ইডি আরও অভিযোগ করে যে, চন্দ্রশেখরের অপরাধমূলক অতীত সম্পর্কে জানার পরেও জ্যাকলিন তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন।

তদন্তকারী সংস্থার মতে, কথিত অর্থ পাচার কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত অপরাধলব্ধ অর্থ থেকেই চন্দ্রশেখর জ্যাকলিনের জন্য “সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, উপহার এবং মূল্যবান সামগ্রীর” ব্যবস্থা করেছিলেন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর, পাতিয়ালা হাউস আদালত জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের আইনজীবীকে ইডি-র জবাবের পাল্টা জবাব দাখিল করার জন্য সময় মঞ্জুর করে এবং পরবর্তী শুনানির জন্য ১২ মে দিন ধার্য করে।

ইডি জ্যাকলিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, তিনি চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে প্রায় ৭ কোটি টাকার বিলাসবহুল উপহার গ্রহণ করেছেন। তবে, অভিনেত্রী ধারাবাহিকভাবে দাবি করে আসছেন যে, চন্দ্রশেখরের কথিত অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা ওই উপহারগুলি কেনার জন্য ব্যবহৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে, ইডি জ্যাকলিনের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার সংক্রান্ত যে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, তা খারিজ করার জন্য জ্যাকলিনের করা আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টে জ্যাকলিনের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, পিএমএলএ-এর ৩ ও ৪ ধারার অধীনে জ্যাকলিনের বিচার করা সম্ভব নয়; কারণ চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে পাওয়া উপহারগুলি যে অপরাধলব্ধ অর্থ দিয়ে কেনাসে সম্পর্কে তাঁর কোনো পূর্বধারণা ছিল না। তবে বিচারপতি দত্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের ‘বিজয় মদনলাল চৌধুরী’ মামলার রায়ের প্রসঙ্গ টেনেছে; ওই রায়ে পিএমএলএ-এর অধীনে ইডি -এর ক্ষমতাকে বহাল রাখা হয়েছিল। বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে, অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে অভিযোগগুলোকে হুবহু সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে, যেভাবে সেগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইডি এই মামলায় একাধিক অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করেছে এবং একটি সম্পূরক অভিযোগপত্রে জ্যাকলিন ফার্নান্দেজকে অভিযুক্ত হিসেবে নামভুক্ত করেছে; অন্যদিকে, বলিউডের আরেক অভিনেত্রী নোরা ফাতেহিকে সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগ করেছে যে, চন্দ্রশেখরের সহযোগী পিঙ্কি ইরানি তাঁর (চন্দ্রশেখরের) পক্ষ থেকে জ্যাকলিনের কাছে বিলাসবহুল উপহার ও দামী সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

এই অর্থ পাচার মামলার সূত্রপাত হয়েছে এমন অভিযোগ থেকে যে, চন্দ্রশেখর র‍্যানব্যাক্সির সাবেক প্রবর্তক শিবিন্দর সিং ও মালবিন্দর সিংয়ের স্ত্রীদের কাছ থেকে প্রায় ২০০ কোটি টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছিলেন। তবে ফার্নান্দেজ দাবি করেছেন যে, চন্দ্রশেখরের কথিত অবৈধ সম্পদ পাচারের ঘটনায় তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না।

২০০৬ সালে ‘মিস ইউনিভার্স শ্রীলঙ্কা’ খেতাব জয়ের পর বলিউডে পা রাখা ৪০ বছর বয়সী এই শ্রীলঙ্কান অভিনেত্রী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হিন্দি সিনেমার জগতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন; তিনি বিভিন্ন মিউজিক ভিডিও এবং রিয়েলিটি শো-তেও অংশ নিয়েছেন।

সোমনাথ মন্দিরের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কৈলাশহর ও খোয়াইয়ে ‘সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব’ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: গুজরাটের ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দিরের পূর্ণনির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের টাউন কালীবাড়িতে পালিত হল ‘সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব’। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সোমনাথ মন্দিরে পূজা ও ধ্বজ উত্তোলনের অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, সমাজসেবক উত্তম দে এবং জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অজয় দে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এদিনের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনারও আয়োজন করা হয়। নৃত্য ও সঙ্গীতের পাশাপাশি মঞ্চস্থ করা হয় ‘মহিষাসুর মর্দিনী’ নাটক। অনুষ্ঠান ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিল জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর।

অন্যদিকে, খোয়াই জেলা প্রশাসন ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সুভাষ পার্কস্থিত কালী মন্দির প্রাঙ্গনেও পালিত হয় ‘সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব’। গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পান্থ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সোমনাথ মন্দিরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং দেশজুড়ে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বার্তা দেওয়া হয়।

মধুপুরে প্রথমবার পালিত হল শ্রীশ্রী রাধাগোপীনাথের নৌ-বিহার উৎসব, ভক্তদের ভিড়ে মুখর কুসুম সরোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: প্রথমবারের মতো মধুপুরের ইতিহাসে শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সেন্টারের উদ্যোগে চন্দন যাত্রার শেষ দিবসে পালিত হল শ্রীশ্রী রাধাগোপীনাথের নৌ-বিহার উৎসব। রবিবার বিকেলে মধুপুরের কুসুম সরোবরে আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে এলাকাজুড়ে সৃষ্টি হয় এক আধ্যাত্মিক ও মনোরম পরিবেশ।

অগণিত ভক্ত ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই দিব্য ও ভব্য অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীশ্রী রাধাগোপীনাথের নৌ-বিহার বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে ভগবানকে নানান রকমের প্রসাদ নিবেদন করা হয়। আয়োজকদের এই অভিনব উদ্যোগ উপস্থিত ভক্ত ও মধুপুরবাসীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

উৎসবের শেষপর্বে উপস্থিত সকলের মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রথমবারের মতো এমন হৃদয়ছোঁয়া আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে আপ্লুত হন মধুপুরবাসীরা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও এ ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে ভক্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ও তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ে কদমতলা-কুর্তি মণ্ডলে বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১১ মে: ধর্মনগর উপনির্বাচন সহ দেশের আরও তিনটি রাজ্যে বিজেপির জয়কে কেন্দ্র করে সোমবার ৫৪নং কদমতলা-কুর্তি মণ্ডলের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে অংশ নেন বিজেপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

এই বিজয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন নবনির্বাচিত বিধায়ক জহর চক্রবর্তী এবং ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ভগবান দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ, ব্লক চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, উত্তর জেলা বিজেপির সভাপতি কাজল দাস, হাসিম তালুকদার, মণ্ডল সম্পাদক দীপঙ্কর নাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ কদমতলা মোটরস্ট্যান্ড এলাকা থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন বাজার পরিক্রমা করে নটরাজ মুক্তমঞ্চে এসে শেষ হয়। সেখানে আয়োজিত সমাবেশে দলীয় নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফলাফল এবং আসাম ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ঘটনায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। মিছিল শেষে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ঝালমুড়ি বিতরণও করা হয়। নেতৃত্বের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঝালমুড়ি খাওয়ার দৃশ্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়ায় সেই ভাবনাকেই প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, “দেশের মানুষ দু’হাত ভরে বিজেপিকে সমর্থন করেছে। সংবিধান ও দেশ রক্ষায় বিজেপির বিকল্প নেই।” পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, ২০২৮ সালেও ত্রিপুরায় বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে। অন্যদিকে নবনির্বাচিত বিধায়ক জহর চক্রবর্তী নিজের জয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক “সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব” মহোৎসব ধর্মনগর টাউন কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ মে: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে মহাদেবের পবিত্র শিবলিঙ্গে জলাভিষেক ও বিশেষ প্রার্থনার শুভ প্রেরণায় সোমবার ১১ই মে উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক “সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব” মহোৎসব ধর্মনগর টাউন কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে ভক্তিভরে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মন্দির প্রাঙ্গণে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পূজা -অর্চনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মহাদেবের আরাধনা করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল সনাতন সংস্কৃতির চেতনা জাগ্রত করা, জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া।এই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য, কারাগার ও ওবিসি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ধর্মনগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, বাগবাসা বিধানসভার বিধায়ক যাদবলাল নাথ, পানিসাগর বিধানসভার বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস,রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি দাস সেন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ সহ জেলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম ভিত্তি হল সনাতন ধর্মের মূল্যবোধ। “সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব” শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি জাতীয় গৌরব, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক।সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে ভক্তিমূলক পরিবেশ ও ধর্মীয় আবহ সকলের মনকে আবেগাপ্লুত করে তোলে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সাতদিনের এক বিশেষ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১১ মে: গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সোমবার পুরাতন টাউন হল -এ শুরু হলো সাত দিনের এক বিশেষ ক্যাম্প। গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস কর্তৃক আয়োজিত ওই ওই জাঁকজমক পূর্ণ সাত দিনের বিশেষ ক্যাম্পের শুভ সূচনা হয় সোমবার বেলা বারোটায়। ওই সূচনা অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম সুভাষ দেবনাথ, ডক্টর তনুশ্রী দেববর্মা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবক ধন্যমানিক ত্রিপুরা, আদিত্য সরকার, গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ খজেন্দ্র ত্রিপুরা এবং শিক্ষক লবাজয় রিয়াং। গোটা সূচনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোটা রাজ্যের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসারদের মধ্যে স্বনাম ধন্য প্রোগ্রাম অফিসার ভাস্কর ঘোষ। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সাতদিনের ওই এনএসএস -এর বিশেষ ক্যাম্পের শুভ সূচনা করেন এমডিসি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সাতদিনের ওই বিশেষ ক্যাম্পের উদ্দেশ্য, বাস্তব সমাজসেবা মূলক কর্মসূচী এবং দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়, কলেজ -এর প্রতিটি এনএসএস -এর ইউনিটের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ কি তানিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সহকারী অধ্যক্ষ খজেন্দ্র ত্রিপুরা।

তাছাড়াও বিভিন্ন বক্তা উক্ত ক্যাম্পের কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সম্মুখে এনএসএস ইউনিট কর্তৃক নির্মিত একটি যাত্রী সেড -এর শুভ উদ্বোধন করেন অতিথিরা। তারপর টাউন হল -এ অনুষ্ঠিত হয় জাঁকজমক পূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এনএসএস ইউনিটের ভলান্টিয়র্সরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক নাচ গান পরিবেশন করে।গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত শুভ উদ্বোধনের দিনটি অতিবাহিত বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনায়।

নগর পঞ্চায়েতের সামনে

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ তোলেন তিনি। এরই প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে নগর পঞ্চায়েতের প্রধান ফটকের সামনে ধর্নায় বসেন তিনি। তাঁকে ঘিরে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায় এলাকায়।

অন্যদিকে, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারপারসন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, গৌতম বকশী চৌধুরীকে তাঁর পাওনা টাকা সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত নথিও নগর প্রশাসনের কাছে রয়েছে।

তাঁদের আরও অভিযোগ, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের নামে বদনাম করতেই গৌতম বকশী চৌধুরী এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন। পাশাপাশি রেজ্জাক মিয়ার কাছ থেকে পাওনা টাকাও অনেক আগেই পরিশোধ করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমকে জানান তাঁরা।

পরবর্তীতে খবর পেয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধর্নায় বসা গৌতম বকশী চৌধুরীকে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

কৈলাসহরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

বলে জানা গেলেও, তাঁর স্থায়ী ঠিকানা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উল্লেখযোগ্যভাবে, এত বড় দুর্ঘটনার পরও টুকটুক চালক প্রায় অক্ষত রয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টুকটুকটি জব্দ করেছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি চালকের অসতর্কতাকী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

সোমনাথ ভারতের

● প্রথম পাতার পর

করেছি। কিন্তু আজ এখানে আসার সময় ইতিহাসের দীর্ঘ যাত্রাপথ আমাকে গভীর আবেগে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সোমনাথ মন্দিরে অতীতে হওয়া একাধিক আক্রমণের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, মাহমুদ গজনি এবং আলাউদ্দিন খিলজির মতো আক্রমণকারীরা বারবার এই মন্দির ধ্বংসের চেষ্টা চালিয়েছিল। মোদীর কথায়, লুটেরারা সোমনাথ মন্দিরের গৌরব মুছে ফেলতে চেয়েছিল। তারা সোমনাথকে কেবল একটি স্থাপত্য হিসেবে দেখেছিল এবং বারবার আক্রমণ করেছিল। কিন্তু প্রতিবার ধ্বংসের পরেও এই মন্দির আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, কারণ যারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল তারা কখনও আমাদের জাতির ভাবাদর্শিক শক্তিকে বুঝতে পারেনি। ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সংস্কৃতিতে আত্মাকে অমর বলে মনে করা হয়। আর শিব হলেন সেই সর্বব্যাপী আত্মা। সোমনাথ মন্দিরের পুনর্গঠন ও সংরক্ষণে অবদান রাখা একাধিক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা ভোজ, রাজা ভীমদেব প্রথম, রাজা কুমারপাল, অহিল্যাবাই হোলকর, বরোদার গায়কোয়াড় রাজবংশ এবং জাম সাহেব মহারাজা দিগ্বিজয়সিংহ জাডেজা। তিনি আরও বলেন, প্রভাস পাটণের শৈব ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত সাধক, পণ্ডিত ও মনীষীদের উত্তরাধিকার আজও আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে। তীর্থস্থানগুলিকে “অর্থনৈতিক অগ্রগতির উৎস” বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র সরকার চারধাম হাইওয়ে, কর্তারপুর করিডর এবং বৌদ্ধ সার্কিটের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে ধর্মীয় পর্যটন ও অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে। সোমনাথকে ঘিরে সাম্প্রতিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন এখানে ‘সি ভিউয়িং পাথ’, পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী গ্যালারি তৈরি হয়েছে। পুরনো সোমনাথ শহরকেও নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোমনাথ অমৃত মহোৎসব এমন এক ভারতের সংকল্প, যে দেশ নিজের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেও আধুনিকতার শিখরে পৌঁছতে প্রস্তুত।

তিনি আরও যোগ করেন, সোমনাথ মন্দির আমাদের শেখায় যে সত্যকে চাপা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মুছে ফেলা যায় না। বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে, কিন্তু পরাজিত করা যায় না।

জল-বিদ্যুতের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

রায় তেলিয়ামুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে সাংবাদিকতার কাজে বাধা, হুমকি ও দুর্ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চাও শুরু হয়েছে।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, জল ও বিদ্যুতের প্রকৃত সমস্যাকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে অন্য অসামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছিল। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। চাকমাঘাটের এই ঘটনাকে ঘিরে এখন প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবির আন্দোলন কি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রভাব ও অসামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে? এই প্রশ্নই বর্তমানে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাঁচ সতীর্থকে নিয়ে শুভেন্দুর

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় জমি আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের জনবিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের অনুমোদন ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে।

এছাড়াও বহু প্রতীক্ষিত ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পেও যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সোমবার থেকেই রাজ্যে এই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প কার্যকর হবে। এর ফলে সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাবেন।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ২০১৫ সালের পর রাজ্যে দীর্ঘদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতীর বয়সসীমা পেরিয়ে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে জনগণনার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ১১ মাস ধরে জনগণনার কাজ আটকে ছিল। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই তা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষক বিমা যোজনা, পিএম শ্রী, বিশ্বকর্মা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং উজ্জ্বলা যোজনার মতো একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলাশাসকদের দ্রুত সমস্ত আবেদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন নবান্নে নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালা, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার সোমবার ৯ মে শপথ নেওয়া পাঁচজন মন্ত্রীর দফতর বণ্টন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওই দফতর বন্টন করে দিয়েছেন।

বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ-কে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দিলীপ ঘোষ এ বার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর (সদর) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে তিনি ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ওই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। পরে ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ফ্যাশন ডিজাইনার থেকে রাজনীতিক হওয়া অগ্নিমিত্র পাল-কে নারী ও শিশুকল্যাণ, সমাজকল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের দুই বারের বিজেপি বিধায়ক।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক-কে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি এ বার কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

মতুয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা অশোক কীর্তনিয়া-কে খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের দুই বারের বিজেপি বিধায়ক।

অন্যদিকে, নতুন মন্ত্রিসভায় সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ক্ষুদিরাম টুডু-কে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত রানিবাঁধ কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

নতুন রাজ্য মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ মে। তার আগেই মন্ত্রিসভার আরও সদস্যদের নাম ঘোষণা এবং পূর্ণাঙ্গ দফতর বণ্টনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে।

শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে

নিয়েই এগোচ্ছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ত্রিপুরায় সরকারি চাকরির সুযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মসংকট ও আর্থিক দুরবস্থা ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। গত মাসে সরকারি তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে রেগায় মাত্র ৪০ দিনের কাজ হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস “কালো শ্রমকোড” সম্পূর্ণ বাতিলের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছে, সংবিধানের যুগ্ম তালিকার ২১, ২২ ও ২৩ নম্বর বিষয় অনুযায়ী শ্রম সংক্রান্ত সংশোধনী আনার ক্ষমতা রাজ্যের রয়েছে। সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় শ্রমকোডে বাস্তবসম্মত সংশোধন আনার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সিপিআইএম পলিটব্যুরোর

● প্রথম পাতার পর

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিজেপি এবং তার মিত্ররা রাজ্যপালের দফতরকে ব্যবহার করে সি জোসেফ বিজয়-এর নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ করাতে বাধ্য হন রাজ্যপাল।

সিপিআই(এম), সিপিআই এবং ভিসিকে টিভিকে-নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমর্থন করেছে বলে জানানো হয়েছে। নতুন সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মিতব্যয়িতার আহ্বানেরও তীব্র সমালোচনা করেছে পলিটব্যুরো। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল জোটের পাশে দাঁড়ানোর ফলেই ভারত বর্তমান পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে হামলার নিন্দা না করা এবং হরমুজ প্রণালীতে অবাধ চলাচলের দাবিতে উদ্যোগ না নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের সমালোচনা করা হয়েছে।

সার ও কৃষিক্ষেত্রের সংকটের আশঙ্কা তুলে পলিটব্যুরো জানিয়েছে, অবিলম্বে কৃষকদের সার সরবরাহ নিশ্চিত না করলে খাদ্য উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

শ্রম আইন নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছে সিপিআই(এম)। দলের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে শ্রম কোড কার্যকর না করে ফল ঘোষণার চার দিনের মধ্যে তা চালু করা হয়েছে, যা বিজেপি সরকারের “প্রতারণামূলক কৌশল”-এর উদাহরণ।

পলিটব্যুরো শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রসঙ্গে বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম “লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি” দেখিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও তাঁরা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়া নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, আরএসএস-বিজেপি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে এক নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের নিয়োগকে তার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে কিউবার প্রতি সংহতি প্রকাশ করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক হুমকির নিন্দাও করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইরান ও কিউবা প্রশ্নে ভারত সরকারের “নতজানু বিদেশনীতি”-র সমালোচনা করা হয়েছে।

শেষে জানানো হয়েছে, আগামী ২২ থেকে ২৪ মে দিল্লিতে সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং দেশের দ্রুত পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

নিজের ভাষা, ধর্ম

● প্রথম পাতার পর

অবস্থিত এই মন্দির দর্শনে যান।

এই মন্দির ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার প্রতীক। শতাব্দী ব্যাপী বারবার বহিঃশত্রুদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই মন্দির। দেশের সকল মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বারবার। যারজন্য একে চিরন্তন পীঠও বলা হয়। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম পীঠ এই সোমনাথ মন্দির স্থাপনে ভারতবর্ষের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনোত্তর ভারতে তিনিই প্রথম এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করিয়েছিলেন এবং ১৯৫১ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ পুনর্নির্মিত এই মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন।

উল্লেখ্য, সোমনাথ স্বাভিমান পর্বের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি আজ সোমনাথ মন্দির প্রাঙ্গণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণে পূজা দেন, মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। যা সরাসরি রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানস্থলে প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সকলকেই পুরোনোকে ঝেড়ে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, বিজ্ঞানের সহায়তায় নিজেকে আরও মেলে ধরতে হবে। কিন্তু অবশ্যই নিজের শিকড়, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিকে ভুলে গেলে চলবে না। যে নিজের আত্মপরিচয় বিস্মৃত হতে দেয় না তাকেই ইতিহাস মনে রাখে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের এই পবিত্র দিনে রাণী অহল্যাবাঈ থেকে শুরু করে যে সকল যুগপুরুষ এবং ভারতীয়রা সোমনাথ মন্দির স্থাপনে সহায়তা করেছেন সেসকল পুণ্যাত্মাদেরও স্মরণ করার দিন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই ধরনের অনুষ্ঠান যুব সমাজের মনে ভারতীয়তাবোধকে আরও সুদৃঢ় করে এবং ২০৪৭সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেও সহায়তা করবে। এছাড়াও তিনি সোমনাথ মন্দিরের আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের শুরুতে লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি পুকুর থেকে জলভর্তি ৭৫টি কলস নিয়ে শিববাড়ি পর্যন্ত মহিলাদের একটি শোভাযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের অন্যান্য কর্পোরেটরগণ, রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী সহ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য এবং বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটিতে সোমনাথের সামগ্রিক ইতিহাস নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও পরিবেশিত হয়। রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীদের দ্বারা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়।

এক মাস বিদ্যুৎহীন

● প্রথম পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকার মহিলারা। সোমবার এক প্রতিনিধি দল বকাফা বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে এসডিও-র দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক করা না হলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রাস্তা অবরোধ করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

সৌরশক্তিতে বদল যাচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

প্রায় ৪১,৮২০ কানি জমিতে সেচ সুবিধা পৌঁছে গেছে। শুধু ত্রিপুরা সরকারই বোরিং খরচ বহন করছে, যা দেশের অন্য কোনো রাজ্যে দেখা যায় না। এই সাফল্যের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

তিনি আরও জানান, রাজ্যে মোট ১০,৮৯৫টি সৌর পাম্প স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৫৪,৪৭৫ কানি জমি সেচের আওতায় আসবে। বর্তমানে চলমান কাজ সম্পন্ন হলে আরও ২,৫৩১ জন কৃষক উপকৃত হবেন, এবং অতিরিক্ত ১২,৬৫৫ কানি জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে। মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন আমাদের লক্ষ্য শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, বরং কৃষকের মুখে হাসি ফোটানো এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা।

শোককে শক্তিতে বদলে রিয়ালকে পর্যদস্তু! বার্সাকে লা লিগা চ্যাম্পিয়ন করালেন হান্সি

শোককে শক্তিতে বদলে ইতিহাস গড়লেন হান্সি ফ্লিক। বাবাকে চিরতরে হারানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বার্সেলোনাকে লা লিগা শিরোপা এনে দিলেন জার্মান কোচ। এল ক্লাসিকোয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ২-০ গোলে হারিয়ে ২৯তম লিগ ট্রফি নিশ্চিত করেছে কাতালানরা। ৯৪ বছর বছরে যা হয়নি, সেই কীর্তিই স্থাপন করল বার্সেলোনা। জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হবে বার্সেলোনা, এমন সমীকরণ নিয়েই মাঠে নেমেছিল তারা। কিন্তু ম্যাচের আগেই কঠিন এক দুঃসংবাদ পান হান্সি ফ্লিক। সকালে তিনি জানতে পারেন, তাঁর বাবার প্রয়াণের খবর। তবু দলকে ছেড়ে যাননি। এল ক্লাসিকোর মতো বড় ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়িয়ে থেকেই দলকে নেতৃত্ব দেন তিনি। ফ্লিকের বাবার প্রতি সম্মান জানিয়ে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলেন বার্সা ফুটবলাররা। খেলা শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হয়। সেই সময় সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি জার্মান কোচ।ম্যাচের শুরু থেকেই বার্সেলোনা ছিল আগ্রাসী। ৯ মিনিটে দুর্দান্ত ফ্রি-কিক থেকে দলকে এগিয়ে দেন মার্কাস রাশফোর্ড। ১৮ মিনিটের মাথায় দানি অলমো ও ফেরান তোরেসের দারুণ বোঝাপড়ায় আসে দ্বিতীয় গোল। সেই ব্যবধান শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে বড় জয় তুলে নেয় বার্সা। ৩৫ ম্যাচে বার্সেলোনার পয়েন্ট এখন ৯১। সমসংখ্যক ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের সংগ্রহ ৭৭। ফলে বাকি সব ম্যাচ হারলেও আর শিরোপা হাতছাড়া হওয়ার সুযোগ নেই কাতালানদের।মজার বিষয় হল, এমন ঘটনা এর আগেও একবার ঘটিয়েছিল বার্সা। ১৯৩১-৩২ মরশুমে প্রথমবার এল ক্লাসিকো জিতে লা লিগা নিশ্চিত করেছিল বার্সেলোনা। এরপর কেটে যায় দীর্ঘ ৯৪ বছর। তারপর আবার স্প্যানিশ ফুটবল দেখল শিরোপা নির্ধারণী এল ক্লাসিকো। এই ঘটনাকে আরও বিশেষ করে তুলেছে রিয়াল মাদ্রিদের পরিসংখ্যান। এত বছরের আধিপত্য, অসংখ্য ট্রফি ও এল ক্লাসিকো জয় থাকা সত্ত্বেও, বার্সেলোনাকে হারিয়ে কোনও দিনও লা লিগা ঘরে তুলতে পারেনি 'লস ব্লাঙ্কোস'রা।এমন ঐতিহাসিক ম্যাচ জিতে আবেগাপ্লুত ফ্লিক বলেন, "দিনটা কখনও ভুলব না। শুরুটা খুব কঠিন ছিল। কারণ আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। কিন্তু আমার দল আজ অসাধারণ ছিল। ওরা শুধু দল নয়। একটা পরিবারের মতো। আজ সবাই নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। সমর্থকদের জন্য আমি গর্বিত। এই মাঠে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে এল ক্লাসিকো জিতে লা লিগা জয় সত্যিই অসাধারণ অনুভূতি। এটা সহজ ছিল না, কারণ রিয়ালও দুর্দান্ত দল।" চলতি মরশুমে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে বার্সেলোনা। হাতে থাকা শেষ তিন ম্যাচ জিততে পারলে লা লিগা ইতিহাসে তৃতীয় দল হিসাবে ১০০ পয়েন্ট স্পর্শ করবে তারা। পাশাপাশি এক মরশুমে ঘরের মাঠের ১৯ ম্যাচ জেতার অনন্য কীর্তিও গড়তে পারে কাতালান ক্লাবটি।বিশ্বকাপ ফুটবল ঘিরে মেক্সিকোতে নির্ধারিত সময়ের এক মাসের বেশি সময় আগে স্কুল ছুটির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার মেক্সিকোর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ঘোষণা দেয়, যা নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশটির শিক্ষামন্ত্রী মারিও ডেলগাডো জানিয়েছেন, এবারের শিক্ষাবর্ষ নির্ধারিত সময়ের ৪০ দিন আগেই শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পেছনে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির পাশাপাশি কয়েকটি রাজ্যে চলমান তীব্র তাপপ্রবাহকেও কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

উত্তরাঞ্চলীয় সোনোরা রাজ্যে এক অনুষ্ঠানে ডেলগাডো বলেন, 'আমরা ৫ জুনের মধ্যে শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে যাচ্ছি। কারণ, অনেক রাজ্যে এখন প্রচণ্ড গরম পড়ছে, এর পাশাপাশি বিশ্বকাপের বিষয়টিও আছে।' তবে এর বদলে আগামী শিক্ষাবর্ষের ক্লাস কিছুটা এগিয়ে আনার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছে বলে জানান ডেলগাডো। বর্তমানে আগামী শিক্ষাবর্ষ ৩১ আগস্ট শুরু হওয়ার কথা।

আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটিতে স্বাগতিক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে উত্তর আমেরিকার তিন দেশ মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার যৌথ আয়োজনে বিশ্বকাপ।

তবে গত বৃহস্পতিবার ডেলগাডো এ ঘোষণা দিলেও দেশটির প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম একে কেবল একটি 'প্রস্তাব' বলেছেন। সংবাদ সম্মেলনে শেনবাউম বলেন, 'এখনো কোনো চূড়ান্ত সূচি হয়নি। শিশুরা যাতে পড়াশোনায় পিছিয়ে না পড়ে, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি।'

কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন অভিভাবকেরা। এর ফলে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে টানা তিন মাস সন্তানদের দেখাশোনার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে তাঁদের এবং গুনতে হবে বাড়তি খরচও।

মেক্সিকোর একটি পাবলিক পলিসি থিঙ্কট্যাংক 'মেক্সিকো ইভালুয়া' সতর্ক করে বলেছে, 'স্কুলের ছুটি এগিয়ে আনলে ২ কোটি ৩৪ লাখের বেশি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে তাদের শেখার সময় যেমন কমবে, তেমনি বিদ্যমান বৈষম্য ও পিছিয়ে পড়ার হার আরও বাড়বে।' অন্যদিকে ব্যবসায়ী সংগঠন 'কোপারমেক্স' এ সিদ্ধান্তকে 'হঠকারী' উল্লেখ করে বলেছে, এর ফলে কর্মজীবী পরিবারগুলোর কাজের সূচিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে।

মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য জালিসকো এ সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ। সেখানকার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা আগের সূচি অনুযায়ী ৩০ জুন পর্যন্ত স্কুল খোলা রাখবেন। তবে এই রাজ্যের শহর গুয়াদালাহারায় বিশ্বকাপের যে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, শুধু সেই চার দিন কৌশলগত কারণে স্কুল বন্ধ রাখা হবে।ফের বিশ্বকাপ মাতাতে তৈরি শাকিরা। ফুটবল বিশ্বকাপের ৩৩ দিন আগে নতুন গানের ঝলক নিয়ে হাজির কলম্বিয়ার পপ গায়িকা। 'ওয়াকা ওয়াকা'র জাদু এখনও বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের কানে বাজে। সেই মাদকতা ছড়াতে নতুন গান নিয়ে হাজির শাকিরা। যার নাম 'ডাই ডাই'। ইটালিয়ান ভাষায় এই শব্দের অর্থ 'চলো এগিয়ে যাই।'

২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপে শাকিরা নিয়ে এসেছিলেন 'ওয়াকা ওয়াকা' (দিস টাইম ফর আফ্রিকা) গানটি। সেই গান আজও ফুটবল সমর্থকদের মুখে মুখে ফেরে। ২০০৬ সালের 'হিপস ডোন্ট লাই' গানটিও প্রবল জনপ্রিয়। ২০১৪ বিশ্বকাপের সময় সুন্দরী গায়িকা গেয়েছিলেন 'লা লা লা' গানটি। তারপর দু'টি বিশ্বকাপে আর কোনও নতুন গান আনেননি। এবার ফের 'ডাই ডাই' গান নিয়ে হাজির। আপাতত সোশাল মিডিয়ায় গানের ঝলক বা টিজার প্রকাশ করা হয়েছে। পুরো গানটি মুক্তি পাবে ১৪ মে।

শাকিরার গান মানে সেখানে থাকে বিশ্বকাপের আয়োজক দেশের শিকড়ের টান। পোশাক, নাচের তরঙ্গে, সুরের মাদকতায় মনে হয় যেন সেই দেশের মাটির স্বাদ থাকে। এবার গানের ঝলকেই স্পষ্ট সেই উন্মাদনা ফিরে আসছে। গানটি শুট করা হয়েছে ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে। যেখানে ২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল এবং শাকিরা সেখানে গান গেয়েছিলেন। অর্থাৎ যেখানে 'শেষ' হয়েছিল, সেখান থেকেই ফের বিশ্বকাপ মাতাতে তৈরি শাকিরা।

তাঁর সঙ্গে এই গানটিতে থাকছেন নাইজেরিয়ার গায়ক বার্না বয়। গানের ভিডিওয় যে তিনটি বিশ্বকাপে শাকিরা গান গেয়েছেন, সেগুলোর তিনটি বল রয়েছে। পাশাপাশি সহশিল্পীদের পরনেও আমেরিকা, মেক্সিকো, কানাডার জার্সি। এবার ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত এই তিনটি দেশে বিশ্বকাপ হচ্ছে। মোট ৪৮টি দেশ মিলিয়ে বিশ্বকাপ, তাতে শাকিরার দেশ কলম্বিয়াও আছে। উল্লেখ্য, ২০১০ বিশ্বকাপের সময় থেকেই স্পেনের ফুটবল তারকা জেরার্ড পিকের সঙ্গে প্রেমকাহিনি শুরু হয় শাকিরার। তাঁদের দুই সন্তানও আছে। ২০২২ সালে তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।

আগরতলায় নর্থইস্ট ক্যারাটে সম্পন্ন চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা, রানার্স আসাম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: রাজধানীর বোধজং গার্লস ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলে রবিবার আয়োজিত নর্থইস্ট ওপেন ওয়াডো রিউ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে সেরার শিরোপা দখল করল স্বাগতিক ত্রিপুরা। নর্থ ইস্ট ওয়াডো রিউ স্পোর্টস ক্যারাটে-ডো ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই মেগা আসরে ১৭টি সোনা, ৮টি রুপো ও ২টি ব্রোঞ্জসহ মোট ২৭টি পদক জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজ্যের খেলোয়াড়রা। প্রতিযোগিতায় ৭টি সোনা, ২টিক রুপো ও ৭টি ব্রোঞ্জসহ মোট ১৬টি পদক নিয়ে রানার্স-আপের ট্রফি ঘরে তুলেছে আসাম এবং তৃতীয় স্থান দখল করেছে নাগাল্যান্ড। উল্লেখ্য, এই টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা ছাড়াও নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও আসাম থেকে দেড় শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। সকালে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত ও সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে এই চার রাজ্যের লড়াই সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকল খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। রাজ্যের মাটিতে ত্রিপুরার এই সাফল্য ক্রীড়ামহলে খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে।

ঘরোয়া ফুটবল টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে রেফারি ফিটনেস টেস্ট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: আসন্ন ঘরোয়া ফুটবল মরশুমকে ঘিরে তৎপরতা শুরু হয়ে গেল রাজ্য ফুটবল মহলে। আগামী জুন মাস থেকে শুরু হতে চলেছে ঘরোয়া ক্লাব লীগ, আর তার আগেই রেফারিদের ফিটনেস ও দক্ষতা ঝালিয়ে নিতে রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত হলো স্টেট রেফারি ফিটনেস টেস্ট। ত্রিপুরা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই পরীক্ষায় রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে মোট ৪২ জন রেফারি অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ২ জন মহিলা এবং ১০ জন একদম নতুন মুখ ছিলেন। মূলত লেভেল ৬, ৭ ও ৮ এবং নতুন রেফারিদের শারীরিক সক্ষমতা খতিয়ে দেখা হয় এই শিবিরে। মাঠের এই ফিটনেস টেস্ট চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের এইচ ও আর বিশ্বজিৎ সাহা, সচিব নারায়ণ দে এবং টি এফ এ-র যুগ্ম সচিব তপন সাহা। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, লীগ চলাকালীন রেফারিং নিয়ে যাতে কোনও ধরণের অপ্রীতিকর বিতর্ক তৈরি না হয়, সেই লক্ষ্যে এবার বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করা ২৫ জন সিনিয়র রেফারিকে এ, বি, সি ডিভিশন ও মর্যাদাপূর্ণ রাখাল শিল্ডের বড় ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। জুনের প্রথম সপ্তাহে রেফারিদের নিয়ে আরও এক দফা ফিটনেস ক্যাম্প করার পরিকল্পনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের, যাতে মরশুম শুরুর আগে রেফারিরা পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে পারেন। মূলতঃ ত্রুটিমুক্ত রেফারিং উপহার দেওয়াই এখন প্রধান লক্ষ্য টি এফ এ-র।

খেলা চলাকালীন অশালীন কথা! ম্যাচ জিতলেও শাস্তি পেলেন কোহলিদের দলের কোচ

শাস্তি পেলেন অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। সাধারণত মাঠের মধ্যে অশালীন কথা বলে বা অঙ্গভঙ্গি করে শাস্তি পেতে দেখা যায় ক্রিকেটারদের। কিন্তু সেই কাজ করেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ। ফলে দল জিতলেও শাস্তি পেয়েছেন অ্যান্ডি।

আইপিএল একটি বিবৃতিতে বলেছে, "রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রধান কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে ম্যাচ ফি-র ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। তিনি লেবেল ১ অপরাধ করেছেন। আইপিএলের নিয়মের ২.৩ ধারা ভেঙেছেন তিনি। ম্যাচের মাঝে অশালীন কথা বলেছেন অ্যান্ডি। ম্যাচ রেফারি অমিত শর্মা তাঁকে এই শাস্তি দিয়েছেন। অ্যান্ডি নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন।" ঘটনাটি ঘটে ম্যাচের ১৭.২ ওভারের মাথায়। ক্রুণাল পাণ্ড্য ছক্কা মারার চেষ্টা করেন। সেই বল বাউন্ডারির কাছে ধরেন নমন ধীর। কিন্তু তিনি শরীরের নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারায় বলটি কাছেই থাকা তিলক বর্মার দিকে দেন। তিলক তা ধরতে পারেননি। এ দিকে হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরায় ক্রুণাল দৌড়েও রান নেননি। অথচ রান নেওয়ার যথেষ্ট সময় ছিল। ফলে সেটি ছক্কাও হয়নি, আউটও হয়নি, আবার রানও হয়নি।

এই ঘটনার পর অ্যান্ডি ম্যাচ রেফারির সঙ্গে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, ক্রুণাল ডেড বল ভেবে আর রান নেননি। ফলে সেটি ডেড বল ঘোষণা করা হোক। তা হলে একটি অতিরিক্ত বল পেত বেঙ্গালুরু। কিন্তু ম্যাচ রেফারি সেই দাবি শোনেননি। সেই সময়ই অশালীন কোনও কথা বলে ফেলেন অ্যান্ডি। তাই শাস্তি পেতে হল তাঁকে।কোচ শাস্তি পেলেও ফর্মে ফিরেছে বেঙ্গালুরু। জোড়া হারের পর আবার জয়ে ফিরেছে তারা। শেষ বলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে তাদের প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে দিয়েছে আরসিবি। ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পয়েন্ট তালিকার সবচেয়ে উপরে গত বারের চ্যাম্পিয়নেরা। আরও একবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বিরাট কোহলিরা।

তপন মেমোরিয়াল ক্রিকেট : সেমিফাইনালের লক্ষ্যে আজ মাঠে নামছে ব্লাডমাউথ ও জয়নগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রিকেট মহলে উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব। আগামীকাল সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুটি পৃথক মাঠে শেষ আটের প্রথম দুটি হাইভোল্টেজ লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে মুখোমুখি হবে গতবারের ফাইনালিস্ট শক্তিশালী ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং ছন্দে থাকা চলমান সংঘ। অন্যদিকে, এমবিবি স্টেডিয়ামে অপর কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের আরেক ফাইনালিস্ট জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের মোকাবিলা করবে মৌচাক ক্লাব। ব্লাড মাউথ ক্লাব গতবারের ফাইনালিস্ট হিসেবে সরাসরি ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামলেও তাদের প্রতিপক্ষ চলমান সংঘকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, গত ৯ মে চলমান সংঘ ৫ উইকেটে ইউনাইটেড বিএসটি-কে পরাজিত করে দারুণভাবে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করেছে। একইভাবে এমবিবি স্টেডিয়ামের মহারণে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের অভিজ্ঞতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে মৌচাক ক্লাব। মৌচাক গত ৯ মে পোলস্টার ক্লাবকে ৪ উইকেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করেছে। দুটি মাঠেই সকাল থেকে ক্রিকেটপ্রেমীদের ভিড় জমার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ আজকের জয়ী দলগুলো সরাসরি পৌঁছে যাবে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে। ব্লাড মাউথ ও জয়নগর তাদের গত বছরের আধিপত্য বজায় রাখতে মরিয়া, অন্যদিকে চলমান ও মৌচাক চাইছে বড় জয় ছিনিয়ে নিয়ে অঘটন ঘটাতে। বৈশাখী সকালের তপ্ত রোদে বাইশ গজের এই লড়াইয়ে শেষ হাসি কারা হাসে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

ফের চোটের ধাক্কা কেকেআরে! ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটছেন নাইট তারকা, অনিশ্চিত আরসিবি ম্যাচে

এই মুহূর্তে সব ম্যাচই মরণবাঁচন। একটা ম্যাচ হার মানে প্লেঅফের অঙ্ক আরও কঠিন হয়ে যাবে কেকেআরের জন্য। শুরুর ব্যর্থতা কাটিয়ে ছন্দে ফিরেছে নাইটরা। কিন্তু পরের আরসিবি ম্যাচের আগে বড়সড় ধাক্কা অজিঙ্ক রাহানেদের জন্য! চোটের জন্য পরের ম্যাচে অনিশ্চিত বরুণ চক্রবর্তী। টিম হোটেলে রীতিমতো ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটতে দেখা গেল 'মিস্ট্রি স্পিনার'কে। ফলে পরের আরসিবি ম্যাচ তো বটেই, এরপর বরুণ কবে খেলবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ট্র্যাভিস হেডের শট ঠেকাতে গিয়ে পায়ে বরুণের। তারপর অবশ্য দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে খেলেন। এখন বরুণের যে অবস্থা, সেই চোট কবে লেগেছে বলা মুশকিল। যাই হোক না কেন, ভবিষ্যতের দিকে তাকালে বরুণকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে নাইটদের। হোটেলে হাতে ক্র্যাচ। বাঁপায়ে বিশেষ জুতো পরা। যা মূলত চোট লাগলে বা পায়ে কোনও সমস্যা হলেই পরা হয়। ফলে রায়পুরে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে মহা মোকাবিলায় বরুণ অনিশ্চিত। আইপিএলের শুরুতে সেভাবে ছন্দে ছিলেন না। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন। জানতেন ফের দেখা যাবে স্পিনের ভেলকি। আর হয়েছেও তাই। প্রথম তিন ম্যাচে উইকেট না পাওয়া বরুণ শেষ পাঁচ ম্যাচে করেছেন দশ শিকার। যারমধ্যে দু'টোয় ম্যাচের সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। নাইটরা যে কামব্যাক করল, তার অন্যতম কারণ নারিনের সঙ্গে বরুণের জুটির প্রত্যাবর্তন। এর আগে চোট নিয়ে জানতে চাওয়ায় বরুণ বলেছিলেন, পরে তেমন সমস্যা হবে না। যদিও বাস্তব অন্য কথা বলছে। এবার দেখার বরুণ যদি শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারেন, তাহলে কী রণকৌশল নেয় নাইটরা? সেক্ষেত্রে অনুকূল রায়ের উপর দায়িত্ব বাড়বে।

সমস্যায় কেকেআর!

মুস্তাফিজুর রহমানের বিকল্প খুঁজে পাওয়ার দিনই ধাক্কা খেল কেকেআর। অলৌকিক কিছু না হলে আসন্ন আইপিএলে হর্ষিত রানাকে পাওয়া যাবে না। ফলে বোলিং বিভাগ অনেকটাই কমজোরি হয়ে গেল তাঁদের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ চোট পান হর্ষিত। সেই চোট এখনও সারেনি।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রোপচার হয় হর্ষিতের। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র দাবি, আইপিএলের মধ্যে তিনি সুস্থ হতে পারবেন না। ২০২৪-এ কেকেআরের ট্রফিজয়ী মরসুমে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন হর্ষিত। তিনি ১৯টি উইকেট নিয়েছিলেন। এর পর ভারতের সব ফরম্যাটের দলেই খেলে ফেলেছেন। কোচ গৌতম গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার তিনি। ২০২৫ মরসুমের আগে তাঁকে চার কোটি টাকায় ধরে রাখা হয়েছিল। গত বছর ১৩টি ম্যাচে ১৫টি উইকেট নিয়েছিলেন।

কেকেআর এখনও বিকল্প ক্রিকেটারের নাম ঠিক করে উঠতে পারেনি। এই মুহূর্তে তাঁদের হাতে ভারতীয়দের মধ্যে আকাশ দীপ, বৈভব অরোরা, উমরান মালিক এবং কার্তিক ত্যাগী রয়েছেন। বিদেশিদের মধ্যে ব্লেসিং মুজারাবানি এবং মাথিশা পাথিরানা (তিনিও চোটে, যা এখনও সারেনি) রয়েছেন। কেকেআরের এক সূত্র 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'কে বলেছেন, "হর্ষিতকে আইপিএলে পাওয়া যাবে না। তবে বাকি বোলারদের কাছে সুযোগ নিজেদের মেলে ধরার।"

আকাশ মাধোয়াল, সিমরজিৎ সিংহ এবং চেতন সাকারিয়ার মধ্যে কাউকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারে কেকেআর। তিন জনেই ছোট নিলামে দল পাননি। তবে আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্লে-অফের লড়াইয়ে থাকল আট দল

এত দিন আইপিএলের প্লে-অফের লড়াই থেকে কোনও দল বাদ পড়েনি। কিন্তু রবিবার একই দিনে দুই দল বাদ পড়ে গেল। খাতায়-কলমে আর কোনও ভাবেই তাদের প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ, এ বার প্লে-অফের লড়াইয়ে থাকল আটটি দল।রবিবার চেন্নাই সুপার কিংস বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের খেলা ছিল। দুপুরের ম্যাচে লখনউকে হারায় চেন্নাই। সন্ধ্যার ম্যাচে বেঙ্গালুরুর কাছে হারে মুম্বই।এই দুই খেলার পর প্লে-অফের লড়াই থেকে বাদ পড়েছে লখনউ ও মুম্বই। প্রথম দল হিসাবে বাদ পড়ে লখনউ। আরও এক বার ব্যর্থ তারা। ২৭ কোটি টাকার ঋষভ পন্থ আরও এক বার হতাশ করলেন। দ্বিতীয় দল হিসাবে বাদ পড়ল পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। ২০২১ সালের পর থেকে ব্যর্থতা তাদের সঙ্গী। অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য আরও এক বার হতাশ করলেন।রবিবারের দুই ম্যাচের পর মুম্বই ও লখনউ দু'দলেরই পয়েন্ট ১১ ম্যাচে ৬। তারা সর্বাধিক ১২ পয়েন্টে পৌঁছোতে পারবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় থাকা চতুর্থ দল পঞ্জাব কিংসের পয়েন্ট ১৩।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে সম্পর্ক 'ছিন্ন' হার্দিকের! দলের দৌড় শেষ হতেই শুরু জল্পনা, বিতর্কের মাঝে মুখ খুললেন কোচ

হার্দিক পাণ্ড্যের সঙ্গে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সম্পর্ক কি শেষ? রবিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে এ বারের আইপিএলের প্লে-অফের দৌড় থেকে বাদ পড়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তার পরেই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। তার নেপথ্যে রয়েছেন হার্দিকই।

রবিবারের ম্যাচের পর দেখা যায়, ইনস্টাগ্রামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে আনফলো করেছেন হার্দিক। আগে ইনস্টাগ্রামে তিনি ১৫১টি অ্যাকাউন্ট ফলো করতেন। কিন্তু দলের দৌড় শেষ হওয়ার পর দেখা যায়, ১৫০টি অ্যাকাউন্ড ফলো করছেন তিনি। তালিকায় নেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

এই ছবি ভাইরাল হয়ে যায় সমাজমাধ্যমে। জল্পনা শুরু হয় হার্দিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ-ও শোনা যায়, হার্দিককে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে মুম্বই। সেই কারণেই খেলছেন না তিনি।

যদিও কিছু ক্ষণ পরেই আবার হার্দিকের অ্যাকাউন্টে দেখা যায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নাম। আবার ১৫১টি অ্যাকাউন্ট ফলো করতে শুরু করেন তিনি। তবে কি প্রযুক্তিগত সমস্যায় বা ভুল করে হার্দিক আনফলো করেছিলেন মুম্বইকে? না কি মেজাজ হারিয়ে এই কাজ করেছিলেন তিনি? এখনও তার জবাব পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে হার্দিক বা মুম্বই দলের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

তবে দলের অন্দরের পরিবেশ যে ভাল নয়, তা গত দু'বছর ও এই মরসুমে তাদের পারফরম্যান্স দেখে বোঝা যাচ্ছে। ২০২৪ সালে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করা হয়েছিল। তিন বছরে দলকে সাফল্য দিতে পারেননি তিনি। দলের অন্দরে বিভাজনের খবর এসেছে। হার্দিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাত দিয়েছেন। কিন্তু যে দলে রোহিত, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহেরা খেলেন, সে দলের এই পারফরম্যান্সের কোনও ব্যাখ্যা বিশেষজ্ঞেরাও খুঁজে পাচ্ছেন না।

গত দু'টি ম্যাচ খেলেননি হার্দিক। জানা গিয়েছে, পিঠের ব্যথায় কাবু তিনি। সেটাই কি সত্যি? জল্পনা শোনা যাচ্ছে, হার্দিককে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুম্বইয়ের প্রধান কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে দলের চোটের সমস্যা নিয়ে মুখ খুলেছেন। কারও নাম না করলেও তাঁর দাবি, চোটের কারণেই এই খারাপ পারফরম্যান্স।

বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পর জয়বর্ধনে বলেন, "খুব হতাশ লাগছে। আমাদের কাছে সুযোগ ছিল। কিন্তু ভাল খেলতে পারিনি। ধারাবাহিকতা দেখাতে পারিনি। কেন এ রকম হল, সেটা এখনই বলা কঠিন। একটু খতিয়ে দেখতে হবে। একটা কথা বলতে পারি, আমরা ভাল খেলতে পারিনি।" তার পরেই চোটের প্রসঙ্গ টানেন জয়বর্ধনে। তিনি বলেন, "আমাদের প্রতি ম্যাচে দলে বদল করতে হয়েছে। তার একমাত্র কারণ চোট। এত ক্রিকেটার চোট পেয়েছে, কী বলব। বাধ্য হয়ে তাদের বদল করেছি। পরিকল্পনার কারণে বেশি বদল করিনি। বেশির ভাগ বদল হয়েছে চোটের কারণে।"আধুনিক ক্রিকেট বোলারদের জন্য বড়ই নির্মম। ব্যাটারদের মারকাটারি মানসিকতা, অনুকূল নিয়ম, ছোট বাউন্ডারি, দুর্দান্ত সব ব্যাট। সব মিলিয়ে বোলারদের বাঁচার উপায় বিশেষ নেই। এবার এই পরিস্থিতির বদল চেয়ে সরব হলেন কিংবদন্তি ব্যাটার সুনীল গাভাসকর। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর আর্জি, এবার অন্তত বোলারদের প্রতি একটু দয়ামায়া দেখানো উচিত।

এমনিতে সাম্প্রতিক অতীতে ক্রিকেটে যে সব নিয়ম তৈরি হয়েছে তার বেশিরভাগই ব্যাটারদের পক্ষে গিয়েছে। সুনীল গাভাসকর চাইছেন অন্তত ওয়াইড বাউন্সারের নিয়মটা একটু বদলে দেওয়া হোক। যাতে পেসাররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। একটি সংবাদমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'ব্যাটারের মাথার সামান্য উপর দিয়ে বল গেলেই ওয়াইড বল হিসাবে ধরা হচ্ছে। এটা একজন ফাস্ট বোলারকে হাত পিছনে বেঁধে বল করতে বলার মতো।" গাভাসকরের দাবি, বাউন্সারের ক্ষেত্রে বোলারদের ছাড় দেওয়া উচিত।

লিটল মাস্টার বলছেন, এমনিতেই মাঠে জায়গা থাকলেও বাউন্ডারি ছোট রাখা হয়। আর এখন পিঞ্চ হিটারদের সময়। আগের মতো টেস্ট ব্যাটারদের সময় নয়। তাই গাভাসকরের দাবি, "ব্যাটারের মাথার সামান্য উপর দিয়ে বল গেলেই ওয়াইড ডাকা বন্ধ করতে হবে। ব্যাটারের স্বাভাবিক স্টান্স থেকে মাথার প্রায় এক ফুট উপর পর্যন্ত বল করার অনুমতি দেওয়া উচিত। যা ব্যাটের হাতলের সমান উচ্চতা। এতে ফাস্ট বোলাররা কিছুটা স্বস্তি পাবে।' কিংবদন্তির সাফ কথা, ব্যাটারের যদি কোনও শটে বাধা না থাকে, তাহলে বোলারের এত বাধা কেন?কেন সৌরভের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন গাভাসকর? তাঁর যুক্তি, সৌরভ আইসিসির ক্রিকেট কমিটির প্রধান। ওই কমিটিই ক্রিকেটের নিয়মকানুন ঠিক করে। গাভাসকর বলছেন, "একটা সময় সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বাউন্সার পুরো বন্ধ ছিল। আমি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান থাকাকালীন সেটা ফিরিয়ে আনি। আমি চাই সৌরভও তেমন কিছু করুক। এবার বোলারদের উপর একটু দয়ামায়া দেখান।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আগরতলায় রাজ্যস্তরের 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব' উদযাপন, বর্ণাঢ্য কলস যাত্রায় অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে : দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথ মন্দিরের গৌরব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করে সোমবার আগরতলায় পালিত হল রাজ্যস্তরের 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব'। এই উপলক্ষে শহরে এক বর্ণাঢ্য কলস যাত্রার আয়োজন করা হয়।

কলস যাত্রাটি শুরু হয় সেল ট্যাক্স অফিসের বিপরীতে অবস্থিত লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির ঘাট থেকে। পরে শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে সেন্ট্রাল রোডস্থিত শিববাড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানে গিয়ে সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রী সোমনাথ মন্দির সনাতনী আস্থার এক চিরন্তন প্রতীক এবং ভারতের অপরাজেয় সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ বাহক। তিনি বলেন, "হাজার বছর আগে থেকে একাধিক বিদেশি আক্রমণের শিকার হওয়ার পরেও সোমনাথ মন্দির আজও আত্মসম্মান, সাহস, সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "৭৫ বছর আগে লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল -এর দৃঢ় সংকল্পে আধুনিক সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই পবিত্র ভূমি ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে উঠেছে।" সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১১ মে : খোয়াই জেলার সিপাই হাওর এলাকার রাম মানিক স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে নগদ সাড়ে তিন হাজার টাকা, একটি ফ্যান সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নিয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, আজ সকালে স্কুল খুলতে গিয়ে প্রথমে চুরি যাওয়ার বিষয়টি নজরে আসে স্কুলের গ্রুপ-ডি কর্মচারীর। তিনি দেখতে পান অফিস কক্ষের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি স্কুলের ইনচার্জ মরণ কুমার বর্মাকে ফোনে জানানো হয়। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় স্কুলের এসএমসি কমিটিকেও। পরবর্তীতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পান অফিস কক্ষের দুটি আলমিরা ভাঙা রয়েছে। অভিযোগ, আলমিরার ভিতরে থাকা স্কুলের ভর্তি সংক্রান্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকারও বেশি নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এছাড়াও একটি ফ্যান সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। স্কুলের ইনচার্জ মরণ কুমার বর্মা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় চুরির ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বারবার এই ধরনের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত চোরদের গ্রেফতার করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন।

উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সিটেশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: লোক ভবনে আজ সন্ধ্যায় সিটেশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষ্যে ইনভেস্টিচার সেরিমোনির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু ৩৫ আসাম রাইফেলস এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬৩৭ এস.এ.টি.এ. ব্যাটারিকে তাদের অসামান্য সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত করেন। রাজ্যপাল ৩৫ আসাম রাইফেলসের কমান্ডেন্ট কর্ণেল সাহিল শর্মা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬৩৭ এস.এ.টি.এ. ব্যাটারির কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আশিস কুকরেতির হাতে ইউনিট অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, পাহাড়ি মানুষের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ৩৫ আসাম রাইফেলস বাহিনী ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। এই ইউনিটটি সাহসিকতা, পেশাদারিত্ব এবং সংযমের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। রাজ্যপাল ৬৩৭ এস.এ.টি.এ. ব্যাটারির ভূমিকারও প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই ইউনিটটি জনসমক্ষে খুব বেশি আলোচনায় না এলেও প্রতিদিন ত্রিপুরার নিরাপত্তা রক্ষায় তারা ভূমিকা পালন করছেন।

১লা জুলাই থেকে গ্রামীণ ভারতে বিকশিত ভারত - জি রাম জি আইন চালু হচ্ছে

নয়াদিল্লি: ১১ মে ঃ ভারতের গ্রামীণ উন্নয়ন যাত্রাপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক চিহ্নিত করে, ভারত সরকার আজ ১১ মে ২০২৬ তারিখে 'বিকশিত ভারত --- রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) এর নিশ্চয়তা' (ভিবি-জি রাম জি আইন, ২০২৫ বাস্তবায়নের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যা আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে দেশব্যাপী কার্যকর করা হবে। ভিবি-জি রাম জি আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন(এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ), ২০০৫ বাতিল হয়ে যাবে। এটি ভারতের গ্রামীণ উন্নয়ন কাঠামোতে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন চিহ্নিত করে এবং "বিকশিত ভারত @২০৪৭"-এর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সমন্বিত, ভবিষ্যৎ-উপযোগী এবং উৎপাদনশীলতা-ভিত্তিক গ্রামীণ রূপান্তরের নতুন যুগের সূচনা করে।

নতুন কাঠামোর অধীনে, প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার, যার প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা স্বেচ্ছায় অদক্ষ কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হবেন, তারা প্রতি আর্থিক বছরে ১২৫ দিনের মজুরিযুক্ত কর্মসংস্থানের বিধিবদ্ধ নিশ্চয়তা পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই বর্ধিত নিশ্চয়তার উদ্দেশ্য হলো জীবিকার নিরাপত্তা জোরদার করা, গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি করা এবং গ্রাম-পর্যায়ের সুসায়ী উন্নয়নে সহায়তা করা।

শ্রমিকদের কাজের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাদের কর্মসংস্থান প্রদান করতে হবে, অন্যথায় শ্রমিকরা আইনের বিধান অনুযায়ী বেকার ভাতা পাওয়ার অধিকারী থাকবেন।

এই আইনটি সময়মতো এবং স্বচ্ছভাবে মজুরি প্রদানের উপর জোর দেয়। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি)-এর মাধ্যমে মজুরি সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। মজুরি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অথবা হাজিরা খাতা বন্ধ হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে, অন্যথায় শ্রমিকরা এই আইনের বিধান অনুযায়ী বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

ভারত সরকার 'বিকশিত ভারত - জি রাম জি আইন, ২০২৫'-এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক আর্থিক সংস্থান নিশ্চিত করেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৯৫,৬৯২.৩১ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে, যা কোনো গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য বাজেট এযাবৎকালের সর্বোচ্চ বরাদ্দ।

রাজ্যগুলির সম্ভাব্য শেয়ার সহ, এই কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, এই বরাদ্দ গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ আয় বৃদ্ধিতে নতুন গতি আনবে। নির্বিঘ্ন, মসৃণ এবং শ্রমিক-কেন্দ্রিক রূপান্তর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, নতুন আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ"'র অধীনে কর্মসংস্থান নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। ৩০শে জুন পর্যন্ত এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ"'র অধীনে চলমান কাজগুলি সংরক্ষণ করা হবে এবং "বিকশিত ভারত জি রাম জি"-এর বিধানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে নতুন কাঠামোতে নির্বিঘ্নে স্থানান্তর করা হবে। গ্রামীণ শ্রমিকদের সময়মতো কাজের যোগান এবং দ্রুত মজুরি প্রদান সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে থাকবে।

সরকার চাহিদার ধরন এবং মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য পর্যাপ্ত শ্রম বাজেট বরাদ্দ রেখেছে, যাতে ভিবি-জি রাম জি আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে কোনো যোগ্য গ্রামীণ পরিবার অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

বিদ্যমান ই-কে.ওয়াই.সি যাচাইকৃত এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ"'র জব কার্ডগুলি গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড জারি না হওয়া পর্যন্ত ভিবি-জি রাম জি-এর অধীনে বৈধ থাকবে। জব কার্ডবিহীন কর্মীরা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নিবন্ধন চালিয়ে যেতে পারবেন। শুধুমাত্র ই-কে.ওয়াই.সি বাকি থাকার কারণে কর্মীদের কাজ থেকে বঞ্চিত করা হবে না এবং রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে ই-কে.ওয়াই.সি সম্পূর্ণ করার জন্য সহায়তামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ভিবি-জি রাম জি আইন, ২০২৫-এর অধীনে বিভিন্ন খসড়া বিধি প্রস্তুত করছে।

আদর্শগত বরাদ্দের জন্য বস্তুনিষ্ঠ মাপকাঠি সংক্রান্ত নিয়মাবলী। রূপান্তরকালীন বিধানের নিয়মাবলী।জাতীয় পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটির নিয়মাবলী। কেন্দ্রীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কাউন্সিলের নিয়ম।

প্রশাসনিক ব্যয় বিধি

অভিযোগ প্রতিকারের নিয়মাবলী। মজুরি ও বেকার ভাতা প্রদানের পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

অতিরিক্ত ব্যয় বহনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী। আইনসভাবিহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রকল্পের ব্যয়ভার বহনের পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী। মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.জি.এ থেকে ভিবি-জি রাম জি"তে একটি মসৃণ রূপান্তর নিশ্চিত করার জন্য, রূপান্তরকালীন বিধান বিধিমালায় যথাযথ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপরে তালিকাভুক্ত অন্যান্য বিভিন্ন বিধিও খসড়া করা হয়েছে এবং জনমত গ্রহণের জন্য শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

'বিকশিত ভারত --- জি রাম জি আইন, ২০২৫' কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং গ্রামে আত্মনির্ভরশীলতাকে নতুন গতি দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রামীণ রূপান্তরের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসাবে স্থাপন করার মাধ্যমে, এই আইনটি একটি ক্ষমতায়িত, সমৃদ্ধ এবং উন্নত গ্রামীণ ভারত গড়ার পথে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে।

সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব ঘিরে উদয়পুরে অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং উদয়পুর মহাদেববাড়ি উন্নয়ন কমিটির যৌথ উদ্যোগে আজ উদয়পুরস্থিত শিববাড়িতে "সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব" কে কেন্দ্র করে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে "সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব"-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, সদস্য হরেকৃষ্ণ গোস্বামী ও উদয়পুর মহাদেববাড়ি উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক রতন লাল সাহা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা টিস্কু বিশ্বাস।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সবিতা নাগ, জেলা ও মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য-সদস্যা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে সোমনাথ মন্দিরটির পুনঃনির্মাণ ও উদ্বোধনের ৭৫ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অতিথি ও ভক্তগণ কলসযাত্রায় অংশ নেন। উদয়পুর মহাদেব দিঘীর পুণ্যজল দিয়ে ভগবান শিবের জলাভিষেক করানো হয়। এছাড়া উদয়পুর শিববাড়ি প্রাঙ্গণে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশ্রামগঞ্জে শিব কালীবাড়ি নাট মন্দিরে সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১১ মে: আজ সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্রামগঞ্জের শিব কালীবাড়ি নাট মন্দির থেকে জোড়পুকুর ব্রীজ পর্যন্ত শিব পূজন ও জলাভিষেক উপলক্ষে কলসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কলসযাত্রার জল দিয়ে শিব কালীবাড়ি নাট মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি শিব ভজন, স্তোত্র ও স্তুতি পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। কলসযাত্রায় অংশ নেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান খেলা ভৌমিক, চড়িলাম ব্লকের বিডিও কৃতিকা সহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তিত্বরা। এছাড়াও গুজরাটের সোমনাথ মন্দির থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্তৃক শিব পূজন, অভিষেক এবং ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার প্রদর্শিত হয় শচীন দেববর্মণ স্মৃতি কলাক্ষেত্রে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব চক্রবর্তী, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ইউ কে জমাতিয়া, সিপাহীজলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালি দেববর্মা সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি এবং টিআরএলএম-এর সদস্যাবৃন্দ।

সেবাধাম ত্রিপুরেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে বিশেষ অনুষ্ঠান, উপস্থিত পর্যটন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ গুজরাটের ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দির পুনঃনির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত "সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব" অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং সোমনাথের শিবলিঙ্গে বিশেষ পূজা ও জলাভিষেক করেন। এছাড়া তিনি মন্দিরের চূড়ায় কুম্ভাভিষেক ও ধ্বজারোহন অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। তিনি এক রোড শো-এর মাধ্যমে মন্দির পরিদর্শন করেন। সোমনাথ মন্দির পুনঃনির্মাণের ৭৫ বছর (১৯৫১-২০২৬) উপলক্ষে বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করেন। সেই সাথে তিনি সোমনাথ মন্দির পুনঃনির্মাণকে ভারতের স্বাধীন চেতনার এবং প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দেন। অনুষ্ঠান শেষে ভারতীয় বায়ু সেনার সূর্যকিরণ অ্যারোবেটিক দল বিশেষ শো প্রদর্শণ করেন।

এই পুরো অনুষ্ঠানটি আজ পুরাতন আগরতলা ব্লকের পূর্ব চাম্পামুড়াস্থিত সেবাধাম ত্রিপুরেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব অনুষ্ঠানে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, জেলার ৫টি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর উত্তম ঘোষ এবং সমগ্র এলাকাবাসী এই লাইভ শো উৎসাহের সাথে উপভোগ করেন। এই অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের বিভিন্ন মন্দির, পিঠস্থান, বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত ও ধ্বংস হয়েছে। এরমধ্যে গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরও বিদেশী আক্রমনে ও চক্রান্তে ধ্বংস হয়েছিল। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫১ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্যোগে এই মন্দির পুনঃনির্মিত হয়। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন মন্দির ও পিঠস্থানগুলিকেও বিশ্বের কাছে ভারতীয় সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার যে প্রয়াস এর নেওয়া হয়েছে একটি অঙ্গ হল এই সোমনাথ মন্দির। পর্যটন মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, সারা দেশের সাথে আজ আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন জেলায় জেলাভিত্তিক "সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব"-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সরাসরি সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী এমন একটি সুন্দর কর্মসূচির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং শ্রদ্ধার সাথে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আমাদের সনাতন ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এই ধর্মকে সুরক্ষিত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যুগ যুগ ধরেই আমাদের এই ধর্মকে বিনিষ্ট করার চক্রান্ত চলছে। ২০২৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বিকশিত ভারত গড়ার যে স্বপ্ন ও প্রয়াস নিয়েছেন তাতে সকলে সামিল হবো।

এই উপলক্ষে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পূর্ব চাম্পামুড়ার ত্রিপুরেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আয়োজিত হয়। সকালে এলাকার মহিলাগণ কলস জল ভরা যাত্রা এবং শিব লিঙ্গে জল ঢালা কর্মসূচিতে অংশ নেন। অনুষ্ঠিত হয় শিবের তান্ডব নৃত্য। এতে জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ অংশ নেয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয়েছে।

টিএসইসিএলে ম্যানেজার নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন ২৫৫৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশ নিলেন ২১৬৬ জন

আগরতলা, ১১ মে: ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর উদ্যোগে রবিবার ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল বিভাগের ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা হোল্ডারদের জন্য ম্যানেজার পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেড---এ এবং গ্রেড---বি মিলিয়ে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় মোট ২৫৫৫ জন পরীক্ষার্থীর নাম নথিভুক্ত ছিল। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ২১৬৬ জন এবং অনুপস্থিত ছিলেন ৩৮৯ জন।

পরীক্ষাটি দুইটি শিফটে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম শিফটে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল), গ্রেড—এ এবং ম্যানেজার (মেকানিক্যাল), গ্রেড—বি পদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই শিফটে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৭৫ জন। এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ১০৮৫ জন এবং অনুপস্থিত ছিলেন ১৯০ জন। উল্লেখ্য, ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল), গ্রেড—এ পদের জন্য মোট ১১৬২ জন আবেদন করেছিলেন। পরীক্ষায় অংশ নেন ৯৯৭ জন এবং অনুপস্থিত ছিলেন ১৬৫ জন। অন্যদিকে ম্যানেজার (মেকানিক্যাল), গ্রেড—বি পদের জন্য মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ১১৩ জন। তাদের মধ্যে ৮৮ জন পরীক্ষায় বসেন এবং ২৫ জন অনুপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় শিফটে বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ম্যানেজার (মেকানিক্যাল), গ্রেড---এ এবং ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল), গ্রেড---বি পদের পরীক্ষা। এই শিফটে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ১২৮০ জন। উপস্থিত ছিলেন ১০৮১ জন এবং অনুপস্থিত ছিলেন ১৯৯ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ম্যানেজার (মেকানিক্যাল), গ্রেড—এ পদের জন্য মোট ৩৫৩ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। এর মধ্যে ২৫২ জন পরীক্ষায় অংশ নেন এবং ১০১ জন অনুপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল), গ্রেড—বি পদের জন্য ৯২৭ জন আবেদন করেছিলেন। পরীক্ষায় বসেন ৮২৯ জন এবং অনুপস্থিত ছিলেন ৯৮ জন।

ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্পোরেশন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে কড়া নজরদারি, পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশ বজায় রাখা হয় যাতে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারেন।

এদিকে, সিভিল বিভাগের ম্যানেজার গ্রেড---এ এবং গ্রেড—বি পদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ১৭ মে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। সেই পরীক্ষাকেও একইভাবে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড।

গোমতী জেলা আদালত থেকে জামিন পেলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ

আগরতলা, ১১ মে : পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ আজ গোমতী জেলার জেলা ও দায়রা আদালত থেকে একটি পুরনো মামলায় জামিন পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ৩১ অক্টোবর আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন কুণাল ঘোষ। সেই বক্তব্যের কিছু অংশ ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে বলে অভিযোগ এনে আর কে পুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মামলাকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং পরবর্তীতে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। ওই মামলায় জামিনের আবেদন জানিয়ে গোমতী জেলার জেলা ও দায়রা আদালতের দ্বারস্থ হন কুণাল ঘোষ। আজ ওই মামলার শুনানির সময় কুণাল ঘোষ নিজে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানি শেষে আদালত তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে বলে জানান তাঁর আইনজীবী।

জম্পুইজলাতে ট্রেসপ-এর উদ্যোগে সূচনা হল কমিউনিটি ম্যানেজড ট্রেনিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে পরিচালিত জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এর প্রজেক্ট ত্রিপুরা রুরাল ইকনমিক গ্রোথ এ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (টিআরইএসপি) এর উদ্যোগে , ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী রইল জম্পুইজলা আরডি ব্লক। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়ার হাত ধরে উদ্বোধন হল কমিউনিটি ম্যানেজড ট্রেনিং সেন্টার (সিএমটিসি) এর। এই 'সিএমটিসি' জম্পুইজলা ব্লক এলাকার প্রোডিউসার গ্রুপ, স্বসহায়ক দলের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং এর সুযোগ পেতে সহায়ক হবে। এই ট্রেনিং সেন্টারের জন্য জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ট্রেসপ প্রজেক্ট থেকে এককালীন পরিকাঠামো উন্নয়ন বাবাদ ১৫ লাখ অনুদান দেওয়া হয়েছে। ট্রেনিং হল ,স্মার্ট ক্লাসরুম ,হোস্টেল , অফিস রুম ,ইন্টারনেট,প্রজেক্টের সুবিধা সবকিছুই নিশ্চিত করা হয়েছে বিশ্বব্যাংক এর প্রকল্প থেকে তাতে করে স্থানীয় এলাকার জনজাতি অংশের মানুষের কৃষি পশুপালন মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ট্রেনিং পেতে সুবিধা হবে। এই ট্রেনিং সেন্টার টি চলবে রাংবতাং ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনের আওতায়। এতে করে এই ফেডারেশনের ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। বিভিন্ন ট্যাকনিকাল এজেন্সি এলাকায় কোন ট্রেনিং করতে গেলে এই ট্রেনিং সেন্টার এর সুযোগ নিতে পারবে। অনুষ্ঠানে রামপদ জমাতিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,বি এস সি চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ , গোলাঘাটি সমষ্টির বিধায়ক মানব দেববর্মা ,টাকার জলার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, ট্রেসপ এর রাজ্য ইউনিট থেকে ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট জীবন দেববর্মণ,জেলা প্রজেক্ট ম্যানেজার মল্লিকা দেববর্মণ সহ ব্লক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ওবেদ. এল ডারলং।

চাকরি নিয়মিতকরণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সরব এমজিএন রেগা কর্মীরা, সালেমা বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: চাকরি নিয়মিতকরণ, বেতন বৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তার দাবিতে এবার সরব হলেন ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে কর্মরত এমজিএনরেগা কর্মচারীরা। সোমবার অল ত্রিপুরা এমজিএনরেগা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সালেমা আরডি ব্লকের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও)-এর নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০০৬ সাল থেকে এমজিএনরেগা প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মচারীরা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এখনও তাঁদের চাকরি স্থায়ীকরণ, উপযুক্ত বেতন কাঠামো এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি বলে অভিযোগ তোলা হয়।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান বাজারে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে স্বল্প বেতনে পরিবার পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ কর্মচারীর পরিবারে পাঁচ থেকে ছয়জন সদস্য থাকায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

কর্মচারীদের অভিযোগ, ২০১২ সালের ২৬ ডিসেম্বর সরকার এমজিএনরেগা কর্মীদের বেতন কাঠামো সংশোধন করলেও সেখানে স্নাতক, ডিপ্লোমা ও আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট কর্মীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে। একই পদে কাজ করেও সমান বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। এদিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন কালীপদ দাস, প্রসেনজিৎ সিনহা, সুবিনয় পাল, সুকান্ত দেবনাথ, শেলি কর সহ অন্যান্য সদস্যরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে যোগদানের তারিখ থেকে চাকরি নিয়মিতকরণ, বেতন বৃদ্ধি ও পঞ্চায়েত দপ্তরের অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বিত বেতন কাঠামো চালু, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা, অবসর গ্রহণের বয়সসীমা কমপক্ষে ৬৫ বছর নির্ধারণ এবং সরকারি কর্মচারীদের মতো মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ঘোষণার ক্ষেত্রে এমজিএনরেগা কর্মীদেরও একই সুবিধা প্রদান।

সংগঠনের দাবি, দীর্ঘ প্রায় দুই দশক ধরে রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাঁরা এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্রুত তাঁদের দাবিগুলি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas